SANTI-MATHA

OR

A SEQUEL TO MAJO BAU.

শান্তিমঠ।

অথবা

মেজবউএর উপসংহার।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

৪৬ নং পঞ্চাননতলা লেন ভারত মিহির যন্ত্রে,

শ্রীযাদব চন্দ্র লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিত

এবং

৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী হইতে

শ্রীদুর্গাচরণ রায় দ্বারা

প্রকাশিত।

১২৯৪ সন।

মূল্য ॥৵০ আনা

বিজ্ঞাপন।

বহুদিন হইতে মেজ বৌ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সমাদৃত হইয়াছে দেখিয়া আমার কোন কোন বন্ধু ইহার একখানি উপসংহার রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের অনুরোধপরতন্ত্রতাই যে, এ গ্রন্থ রচনার প্রধান কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাহউক মেজ বৌএর উপসংহার "শান্তিমঠ" নামে জনসমাজে প্রচার করিলাম। পাঠকগণ বিশেষতঃ—মেজ বৌএর পাঠকগণ ইহা পাঠে সন্তোষ লাভ করিলেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কটক।
১৮৮৭। ৫ই জুন।

গ্রন্থকার।

শান্তিমঠ।

অথবা

মেজবউএর উপসংহারভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রবোধচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রমদা কলিকাতা হইতে পিত্রালয়ে আগমন করিলেন। তাঁহার পরিধানে সাদা থানের ধুতি, কেশ রুক্ষ, মুখ বিষাদভারে অবনত; সজল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে হতভাগিনী সংসারের দশদিক শূন্য দেখিয়া পিতৃগৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সংসারচক্রের কি বিচিত্র গতি! মানুষ যখন দুঃখের মধ্যে একবার পতিত হয়, তখন তাহার উপরে উপর্য্যুপরি দুঃখের তরঙ্গ আসিয়া পড়িতে থাকে। দুঃখের পর দুঃখ, বিপদের উপর বিপদ, বিপদ কখন একাকী আসে না। প্রমদার উপর দিয়াও বিপদের ঝড় উপর্য্যুপরি প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ হইল। প্রমদা পিতৃগৃহে আসিলেন, কিন্তু পিতার অবস্থা আর সেরূপ নাই। পাঠক মহাশয়! পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন যে প্রমদার পিতার চাকরিটি গিয়াছে। তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল বেকার অবস্থায় ঘরে বসিয়া আছেন। যাহা কিছু সঞ্চিত সম্পত্তি ছিল, তাহাতেই এতদিন চালাইয়াছেন; এখন সংসার প্রায় অচল হইয়াছে। প্রমদার ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ, তিনি একটী উকীলের বাড়ী কর্ম্ম করেন। উকীল মহাশয়ের যখন বেশ পসার ছিল,

তখন উপেন্দ্রনাথ মাসে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, এখন তাঁহার প্রভুর পসার গিয়াছে, সুতরাং উপেন্দ্রনাথেরও আয় কমিয়া গিয়াছে। ইহার উপর কলিকাতার কুবাতাসে উপেন্দ্রের চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছে। তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, তাহার অধিকাংশই অপব্যয় করিয়া থাকেন। পত্রের উপর পত্র লিখিলে কখন দুই তিন মাস অন্তর কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন। এরূপ অবস্থায় সংসার কখন সচ্ছলে চলিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন প্রমদার পিতার আজ এক বৎসর ধরিয়া অল্প অল্প জ্বর মিশ্রিত কাশের সূত্রপাত হইয়াছে। রোগ উপশম হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। প্রমদার মাতার যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, তিনি এক একখানি করিয়া সে সকল বিক্রয় করিয়া রোগের চিকিৎসা করাইতেছেন। এইরূপে তাঁহার সকল অলঙ্কারগুলি শেষ হইয়া আসিয়াছে; এমন কি দুই একখানি পিত্তল কাঁশার জিনিসও বন্ধক পড়িয়াছে। মুদির দোকানে অনেকগুলি টাকা ধার হইয়াছে, এবং পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট হাত কর্জ্জেতেও প্রায় পঞ্চাশ টাকার অধিক হইয়া গিযাছে। প্রমদার জননী সর্ব্বস্বান্ত পণ করিয়া স্বামীর পীড়ার চিকিৎসা করিতে বসিয়াছেন। তথাচ দুরন্ত রোগ কিছুতেই উপশম হইতেছে না। এক দিকে রোগের চিন্তা ও অপর দিকে অর্থচিন্তা, এই উভয় চিন্তায় প্রমদার মাতার দেহ একবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পতির প্রতি ভক্তি অতি প্রগাঢ়, তিনি পতির সেবায় আপনার জীবন মন দেহ সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছেন। সুবোধ পাঠিকে! এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে প্রমদার পিতার অবস্থা কিরূপ? এই নিদারুণ কষ্টের মধ্যে প্রমদা পতিহীনা নিরাশ্রয়া হইয়া পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতেছেন। প্রমদা পিতার আদুরে মেয়ে, কোথায় তাঁহার বিপদের সময় পিতা মাতা

তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিবে; না, তিনি পিতৃগৃহে আসিয়া বিপদভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। যাহাহউক প্রমদা তখন পিতার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া মনের বিষম শোক মনের মধ্যে রাখিয়া প্রাণপণে পিতার সেবাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বদা পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকেন, পিতা যখন যাহা বলিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতেছেন। প্রমদা আসাতে তাঁহার মাতার অনেক পরিমাণে সাহায্য হইতেছে। প্রমদা আলুলায়িত কেশে রুক্ষবেশে মলিনমুখে পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি সেবা করিতেছেন; এ দৃশ্য দর্শন করিলেও মনে পিতৃভক্তির সঞ্চার হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শয্যায় পড়িয়া যখন নয়ন উন্মীলন করিয়া এক একবার প্রমদার মুখের দিকে চান, তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জলধারা বাহির হয়। রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; পূর্ব্বে যে অল্প অল্প জ্বর হইত, তাহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, দিবসের মধ্যে প্রায় সকল সময়েই জ্বর থাকে; নাড়ীতে জ্বর সর্ব্বদাই ঘনীভুত অবস্থায় রহিয়াছে। কাশিরও বৃদ্ধি হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে কাশির সঙ্গে এক একটু রক্ত দেখা যাইতেছে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া প্রমদার মাতার মনে মহা ভয়ের উদ্রেক হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। প্রমদা ধৈর্য্যশীলা বুদ্ধিমতী, তিনি মনে যদিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পিতার অবস্থা ভাল নয়, তথাচ মাতাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রমদা উপেন্দ্রনাথকে আসিতে বার বার পত্র লিখেন; কিন্তু তিনি আসেন না। পরিবারের মধ্যে আর কেহ অভিভাবক নাই, প্রমদার জননী দুঃখচিন্তায় অভিভুত, প্রমদাও যদ্যপী সেইরূপ হন, তাহা হইলে আর পিতার সেবা হয় না।

এই সময়ে পাড়ার অনেকে আসিয়া পরামর্শ দিতে লাগিল যে, এখন কবিরাজী চিকিৎসা করাইলে ভাল হয়। প্রমদা মাতার

সহিত পরামর্শ করিয়া কবিরাজ দেখানই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু স্থির হইলে, কি হইবে। প্রমদার মায়ের হাতে এমন অর্থ নাই, যাহাতে আর চিকিৎসা চলিতে পারে, সত্য সত্যই তাঁহাদের এই অবস্থা ঘটিয়াছে, বন্দোপাধ্যায়ের গৃহিণী তখন নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রমদা ইতিমধ্যে সাহায্যের জন্য উপেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় বিশেষ করিয়া পত্র লিখিলেন। আশা করিয়া আছেন যে, দাদা এবারে নিশ্চয়ই কিছু পাঠাইয়া দিবেন, এইরূপ আশায় ক্রমে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, চিটির জবাব পর্য্যন্তও আসিল না। প্রমদা তখন নিরাশার সাগরে ডুবিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, বুঝি আর এ যাত্রা পিতাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। প্রমদার নিজেরও এমন কিছু নাই, যাহাদ্বারা পিতার চিকিৎসা চলিতে পারে। অনেক ভাবিয়া শেষে দেখিলেন যে, তাঁহার দুইখানি পুরাতন বেনারসী কাপড় আছে, তখন সেই কাপড় দুখানি বিক্রয় করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং লোক দ্বারা তাহা বিক্রয় করিয়া সত্তরটি টাকা পাইলেন। প্রমদার মনে আশা হইল, তিনি সেই টাকায় পিতার চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শয্যায় পড়িয়া সকলই শুনিতেছেন, সকলই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রমদার এইরূপ অসাধরণ পিতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি নীরবে অশ্রুজল ফেলিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন যে যদি কখন ঈশ্বরেচ্ছায় আরাম হইতে পারি, তবে ইহার প্রতিশোধ দিব। এখন প্রমদাকে প্রায়ই রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, কারণ রাত্রিতে পীড়া অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং তখন উঠিয়া অনেকবার ঔষধ খাওয়াইতে হয়। স্বামীর শোক, পিতার ব্যায়ারাম, সংসারের দুরবস্থা, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি নানা কারণে প্রমদার শরীর দিন দিন আরও কৃশ ও

দুর্ব্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদা পিতাকে আশ্বাস বাক্যে তুষ্ট করেন; মাতাকে রোদন করিতে দেখিলে সান্ত্বনা দেন, সংসারের অভাবের বিষয় চিন্তা করেন এবং লোকে দেনার জন্য তাগাদা করিতে আসিলে তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বিদায় দেন এবং মধ্যে মধ্যে দাদার কথা ভাবিয়া মর্ম্মাহত হন। পিতৃগৃহে এইরূপে প্রমদার দিন যাইতেছে। প্রমদা যতক্ষণ পিতার নিকট থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার যাতনার অনেক পরিমাণে উপশম হয়। তিনি কখন স্থির দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, কখন পৃষ্ঠে হাত দেন, কখন বা মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং কখন ক্ষীণ স্বরে বলিতে থাকেন যে, "তোমার মত মেয়ে যেন আমার জন্ম জন্ম হয়, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবী, কি দোষে আমার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ", লোকের শত পুত্রেতেও যাহা না হয়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমদার দ্বারা তাহা হইতেছে। এদেশের নারীরা কন্যাকে ঘৃণা করে, কিন্তু প্রমদার মত কন্যা জগতে কয় জন হয়?

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রীতিমত চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা হইতে লাগিল, কিন্তু পীড়ার কিছুতেই হ্রাস নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। আজ প্রাতঃকাল হইতে পীড়া সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে। নাড়ীর গতি মন্দ দিকে বহিতেছে, কবিরাজ আসিয়া বিশেষরূপে নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, প্রমদা বারম্বার ব্যাকুলভাবে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কবিরাজ মহাশয় ইতস্ততঃ করিয়া চলিয়া গেলেন, প্রমদাকে কেবল বলিয়া গেলেন যে "অবস্থা খারাপ বুঝিলে আমাকে সংবাদ দিও"। কিন্তু পাড়ার দুই এক জনকে বলিয়া গেলেন যে "বড় জোর আজকের রাত্রিটে।" প্রমদা আজ প্রাতঃকাল হইতে পিতার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, প্রতিদিন খাইবার সময় উঠিয়া যান, আজ

তাহাও গেলেন না। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনীর অন্ধকার জল স্থল শূন্য দশদিকে ঘিরিতে লাগিল। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারে আজ প্রভাত কাল হইতে বিপদের গাঢ় অন্ধকার ঘিরিয়াছে। প্রমদা দীপ জ্বালিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিলেন। প্রমদার মাতা আসিয়া স্বামীর পদতলে অবনত মুখে বসিলেন; এবং উপেন্দ্রনাথের ছেলে দুইটি পিতামহের মস্তকের নিকট চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রমদার পিতা আজ সমস্ত দিবস কিছু খান নাই। এখন একটু একটু গরম দুধ মুখে ঢালিয়া দিতেছেন এবং তিনি অনেক কষ্টে তাহা গলাধঃকরণ করিতেছেন। বৈকাল হইতেই কথা একরূপ বন্ধ হইয়াছে; তবে অনেক চেষ্টা করিয়া বহুক্ষণ পরে দুই একটী কথা আস্তে আস্তে বলিতেছেন। বাড়ীতে পুরুষ কেহই নাই, প্রমদা ও তাঁহার জননী উপেন্দ্র নাথের ছেলে দুইটীকে লইয়া এই রাত্রিকালে মুমূর্ষু শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। বর্ষাকালের রাত্রি আকাশ হইতে ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রমদা স্থির দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এবং শরীর অবসন্নপ্রায় হইতে আরম্ভ হইল। প্রমদা অবস্থা ভাল নয় বুঝিতে পারিয়া কবিরাজকে ডাকিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু এই দুর্য্যোগ রাত্রিকালে কবিরাজকে কে ডাকিতে যায়? প্রমদার কেহ সহায় নাই, কেহ অভিভাবক নাই; তিনি নিরুপায় হইয়া অবশেষে উপেন্দ্রনাথের বড় পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের বাড়ী যাত্রা করিলেন। এই ঘোর নৈশ অন্ধকারের মধ্যে নিরাশ্রয়া প্রমদা! তুমি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাও? সুজন পাঠিকে! পিতৃভক্তি কাহার নাম তাহা তোমরা প্রমদার নিকট হইতে শিক্ষা কর। কবিরাজ আসিলেন অনেকক্ষণ একমনে নাড়ী ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বা-

সের সহিত বলিলেন "আর বিলম্ব নাই, আসন্ন কাল উপস্থিত।" এই কথা শুনিয়া প্রমদার মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, তাঁহার দেখাদেখি উপেন্দ্রনাথের পুত্র দুটিও কাঁদিতে লাগিল প্রমদা ব্যাকুলতার সহিত বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন 'বাবা' 'বাবা' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে কথা নাই, কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে অস্ফুটভাবে বলিলেন—"উপেন্দ্র তুমি কি এসেছ? উপেন্দ্র তুমি কি এসেছ?" দুরাচার উপেন্দ্র! তুমি এখন কোথায়? পাপেরস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছ? তোমার জন্মদাতা পিতা যে এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান, তুমি কি একবার তাঁহাকে দেখিবে না? তৎপরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপেন্দ্রের দুইটি ছেলেকে লইয়া তাহাদের মাথায় হাত দিলেন এবং প্রমদাকে বুকে লইয়া অতি ক্ষীণস্বরে মা মা বলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর শীতল হইয়া আসিল, জীবনের অন্তিম মূহুর্ত্ত উপস্থিত; এখন আর কে নিবারণ করে? প্রমদার পিতা অনন্তধামে যাত্রা করিলেন। ধৈর্য্যশীলা প্রমদা এখন আর ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহাদের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া পাড়ার লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পাড়ার সকলেই যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। তাহারা সেই দুর্য্যোগ রাত্রিতেই মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া সৎকারের নিমিত্ত শ্মশান-ভূমির অভিমুখে যাত্রা করিল। তিন মাসের মধ্যেই প্রমদা ইহসংসার হইতে আপনার পতি ও পিতাকে বিসর্জ্জন দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রবোধচন্দ্রের শ্রাদ্ধের পর প্রকাশ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় গ্রামের কাছারিতে কর্ম্ম করিতেছেন, পরেশ সংসারে থাকিয়া তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। পূর্ব্বের ন্যায় সকলই চলিতেছে, প্রকাশ ও হরিশ্চন্দ্রের উপার্জ্জিত অর্থে সংসারের সকল অভাব দূর হইতেছে, কিন্তু তথাচ সংসারের মধ্যে যেন কি ফাকা ফাকা ভাব। সকলের মনের মধ্যে কি যেন বিষাদচ্ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। প্রবোধচন্দ্রের মৃত্যুজনিত নিদারুণ শোক সকলের প্রাণের মধ্যে গিয়া বিঁধিয়াছে। কিন্তু জগতের কোন বস্তুই চিরকাল একভাবে থাকে না, কালস্রোতে সকলেরই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সেই অনুসারে প্রবোধচন্দ্রের শোকের তীব্রতাও ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রকাশ ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন। তিনি ডাক্তারিতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। ক্রমেই তাঁহার পসার বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহার প্রিয়বন্ধু হরিতারণও ডাক্তারি করিতেছেন। কিছু দিন হইল প্রকাশের একটী পুত্র হইয়াছে, এখন তাহার অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত। প্রকাশচন্দ্রের এই প্রথম পুত্র, সেই জন্য এই অনুষ্ঠানে কিছু বিশেষভাবে আয়োজন হইতেছে। প্রকাশ কলিকাতা হইতে দাদাকে পত্র লিখিয়াছেন যে "আমি ও হরিতারণ শীঘ্র উপস্থিত হইতেছি; আপনি সত্বর লোক পাঠাইয়া মেজবৌকে আনয়ন করিবেন, আমি শুনিলাম যে, তাঁহার পিতার কাল হইয়াছে।" হরিশ্চন্দ্র ইতিমধ্যে প্রমদাকে আনিবার নিমিত্ত দুইবার লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পিতার ব্যায়ারাম

বশতঃ আসিতে পারেন নাই। এখন তিনি প্রকাশের পত্র পাইয়া প্রমদাকে আনিবার জন্য পুনরায় লোক পাঠাইয়া দিলেন।

প্রমদা আসিতেছেন, এই কথা শুনিয়া শামা ও সেজবৌএর মন কিছু অসন্তুষ্ট হইল। এরূপ অসন্তোষের কারণ কি? পাঠক মহাশয়! বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই জানেন যে, এ পরিবারের মধ্যে দুইটী দল আছে। যদিও ইহার উপর দিয়া শোকের এমন প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে; তথাচ ইহাদিগের দলাদলি ভাঙ্গে নাই। এক দলে সেজ বৌ, শামা ও ছোট বৌ; অপর দলে কেবল বড় বৌ। সময় পাইলেই ইহারা তিনজনে মিলিয়া বড় বৌকে নানা কথা শুনাইয়া দেয়। বড় বৌও সুবিধা পাইলে ছাড়েন না। প্রথম দলের প্রমদার প্রতি বিদ্বেষ বরাবরই আছে, কারণ তিনি ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেন। সুতরাং প্রমদার আগমন সংবাদে তাহাদিগের অসন্তুষ্ট হওয়াই সম্ভব। প্রমদা প্রেরিত লোকের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদা বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয় ও গোপাল ছুটিয়া গেল, তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন, তৎপরে প্রকাশের নবজাত পুত্রকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। প্রমদা আজ আর সে প্রমদা নাই; যাহার রূপলাবণ্যে একদিন এই সংসার উজ্জ্বল হইয়াছিল তাহার আজ সে রূপ নাই সে লাবণ্য নাই। পতির শোকে পিতার শোকে প্রমদার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। ইহার উপরে তাঁহার প্রায় ৫।৬ মাস কাল সসত্ত্বাবস্থা। প্রবোধচন্দ্র যখন পীড়িতাবস্থায় পশ্চিমে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রমদার এই গর্ভের সঞ্চার হয়। বড় বৌ প্রমদার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট আসিয়া নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। দুই জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। সেজ বৌ ও শামা আসিয়া একবার

শুকনো কথায় প্রমদাকে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু প্রমদা তাহাদিগের সহিত সরলভাবে মিষ্টবাক্যে আলাপ করিলেন। মামা, ছোট বৌ এবং সেজ বৌ ভিন্ন প্রমদার পরিচিতা এমন কোন্ নারী আছে যে, তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী নয়? প্রতিবাসিনীরা আসিয়া প্রমদার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাঁহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং সকলেই প্রমদার সেই কালিমাময় শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া যার পর নাই দুঃখ প্রকাশ করিল।

প্রমদা এখানে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে চান, কিন্তু বড় বৌ তাঁহাকে কোন কাজ করিতে দেন না। কয়েক দিন পরেই প্রকাশচন্দ্র ও হরিতারণ কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রমদার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, প্রমদা তাঁহাদিগকে দেখিয়া অনেকক্ষণ নীরবে অঞ্চলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রকাশ ও হরিতারণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি চক্ষু মুছিয়া হরিতারণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকাশকে বলিলেন যে "তুমি কি আমার দাদার কোন সংবাদ বলিতে পার? বাবার যখন সঙ্কট ব্যায়ারাম, তখন তাঁহাকে আসিবার জন্য কতবার পত্র লিখিলাম, তিনি তাহার একখানিরও উত্তর দিলেন না, ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

প্রকাশ। তাঁহার সহিত কখন কখন আমার সাক্ষাৎ হইত, প্রায় দুই মাস হইল তিনি একদিন আমার নিকটে একশত টাকা কর্জ্জ করিতে আসিয়াছিলেন। আপনি বোধ হয় জানেন যে, তাঁহার চরিত্র এখন অত্যন্ত দূষিত, সেই জন্য আমি তাঁহাকে টাকা দিই নাই। তারপর গত এক সপ্তাহের কথা, খবরের কাগজে দেখিলাম যে, তিনি এক বেশ্যালয়ে মদ খাইয়া মারামারি করিয়াছিলেন, সেই জন্য পুলিশ কোর্টে তাঁহার নামে নালিশ হয়। অপ-

রাধ গুরুতর হওয়ায় বিচারকেরা তাঁহাকে ছয় মাস ফাটকে রাখিয়াছেন।

প্রমদা। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) হায়! দাদার অদৃষ্টে এতদূর ছিল।

পাঠক দেখ, পাপাসক্ত দুশ্চরিত্র পুরুষের পরিণাম কি শোচনীয়!

প্রকাশ। আচ্ছা! তাঁহার পরিবার ও ছেলে দুইটির অবস্থা এখন কি?

প্রমদা। দাদার স্ত্রী পিতার পীড়ার আরম্ভ দেখিয়াই পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, তারপর পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, তিনি লোক দ্বারা ছেলে দুটিকে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল, সুতরাং কষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রকাশ। তা হলে আপনার মাতা এখন একাকীই আছেন?

প্রমদা। না, এখন একলা নাই, আমি এখানে আসিবার দুই দিন আগে ছোট মাসী মায়ের নিকট আসিয়াছেন। তিনি এখন মায়ের কাছে কিছুদিন থাকিবেন।

তৎপরে প্রকাশ ও হরিতারণ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি প্রভাতে প্রকাশচন্দ্রের পুত্রের অন্নপ্রাশন। অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বদিন হইতেই তাহার নানাপ্রকার আয়োজন হইতেছে। প্রমদা রাত্রিতে বসিয়া দাদার বিষয়ে নানা চিন্তা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে "হায় হায়! পরমেশ্বর আমার এমন অবস্থা করিলেন, প্রকাশের ছেলের কাল ভাত, কত লোকে কত কি উপহার দিবে, কিন্তু আমি কিছুই দিতে পারিলাম না। আমারই বা আর কি আছে, যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা তাঁহার ব্যায়ারামে ব্যয় করিয়াছি, অবশিষ্ট যে দুখানি বেনারসী কাপড় ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়াও আসন্ন-

কালে পিতার চিকিৎসা করিয়াছি। আরত কিছুই নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি প্রকাশের ছেলেকে সুখী করুন।” হরিশ্চন্দ্র অতি প্রত্যুষে উঠিয়া লোকজনকে ডাকিয়া আনিলেন। এদিকে রন্ধনশালায় নারীগণ রন্ধনে ব্যাপৃত হইলেন, ওদিকে লোকজনকে খাওয়াইবার জন্য বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। বড় বৌ ভাঁড়ার গৃহে থাকিয়া আবশ্যকীয় পদার্থ সকল জোগাইতে লাগিলেন। প্রমদা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহেন, তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি কোন কার্য্য করেন। তিনি একবার এ কাজটা, একবার ওকাজটা করিতে চান, কিন্তু হয় প্রকাশ, নয় বড় বউ তাঁহাকে প্রতিবারে আসিয়া বাধা দেন। প্রমদা এইরূপে বার বার বাধা পাইয়া অবশেষে একস্থানে গিয়া বসিয়া রহিলেন। ছোট বউ আজ কোন কাজই করিতেছে না ; সে পুত্রকে কোলে লইয়া একবার এ ঘর একবার ও ঘর, একবার এ বাড়ী একবার ওবাড়ী করিয়া আনন্দে বেড়াইতেছে। তাহার ছেলেরও আজ আনন্দের সীমা নাই, প্রায় সকলেই এক একবার কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। ক্রমে দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল ; একে একে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণে গৃহ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে আহারের জন্য শীঘ্র শীঘ্র আয়োজন হইতে লাগিল। প্রকাশচন্দ্র নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশ উভয়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকাশচন্দ্র ও হরিতারণ তাহার পর বাড়ীতে কয়েক দিন থাকিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সংসারের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। প্রমদা এখন গৃহের কর্ত্রী হইয়াছেন। প্রমদা বুদ্ধিমতী শান্ত ও সংসারকার্য্যে সুনিপুণ; সুতরাং প্রকাশ ও হরিশ্চন্দ্র পরামর্শ করিয়া প্রমদার হস্তে সংসারনির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করিয়াছেন। সংসারের মাসিক যত টাকা খরচ হরিশ্চন্দ্র সেই টাকা মাসে মাসে প্রমদার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হন। প্রমদা সেই টাকায় বাড়ীর চাকরের দ্বারা জিনিসপত্র বাজার হইতে লইয়া আসেন এবং সে সকল নিজের অধীনে রাখিয়া আবশ্যকমত প্রতিদিন খরচ করেন। বলা বাহুল্য যে, প্রমদার কর্ত্তৃত্বে সংসার অতি সুন্দররূপে শৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে শামা ও সেজ বৌএর মুখ সর্ব্বদাই বিরক্তিতে পূর্ণ থাকে। তাহারা প্রমদার নিকট হইতে কোন জিনিস আনিতে গেলে অকারণে দুই একটা শক্ত কথা শুনাইয়া আসে। প্রমদা সে সকল কথার কোন বাদ প্রতিবাদ না করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যান। যাহাহউক প্রমদা পতিহীনা হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের কর্ত্রী হইয়াছেন। এবার প্রকাশ যখন বাড়ীতে আসেন, তখন ছোট বৌকে বিশেষরূপ বুঝাইয়া বিবাদ ও ঈর্ষ্যার ভাব পরিত্যাগ করিতে এবং প্রমদার পরামর্শানুসারে চলিতে বারম্বার বলিয়া যান। সেই জন্য ছোট বৌ এবার স্বামীর পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতেছে, সে পূর্ব্বের সমস্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রমদার সহিত মিশিয়াছে এবং তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা অনুসারে চলিতেছে। সেজ বৌএর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রম-

দার সংসর্গে আসাতে ছোট বৌএর জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল, কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গেল। প্রকাশ বুঝিয়াছিলেন যে, মেজ বৌএর সহবাসে না থাকিলে তাঁহার স্ত্রীর উন্নতি হইবে না, সেইজন্য তিনি বিশেষভাবে বার বার এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। পাঠক মহাশয়! দেখুন, নারীজাতির মধ্যে অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কেহ কেহ ঈর্ষ্যা ও কলহপ্রিয় হইয়া পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগের স্বামীরা যদ্যপি চরিত্রবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি হয়েন, তবে জীবনের সদ্দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশের দ্বারা অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদিগের পত্নীদিগের প্রকৃতি সংশোধিত ও উন্নত হইয়া উঠে। এই পরিবার মধ্যে ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। প্রকাশচন্দ্র নিজে একজন সুবিজ্ঞ শান্তস্বভাব লোক, সুতরাং দেখুন; ছোট বৌএর চরিত্রে যে সকল ত্রুটি ছিল, তাহা তাঁহার হাতে পড়িয়া কেমন সংশোধিত হইবার উপক্রম হইল। আর দেখুন পরেশচন্দ্র নিজে একজন অব্যবস্থচিত্ত অসৎপ্রকৃতির লোক, সেই কারণে সেজ বৌ যেমন তেমনই থাকিয়া গেল। স্বামীর সদ্গুণ এবং চরিত্রের বলে দুষ্টস্বভাবা কলহপ্রিয়া স্ত্রীদিগের প্রকৃতি যে উন্নত হইয়া উঠে,তাহা আমরা অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ছোট বৌ চলিয়া গিয়াছে, তথাচ সেজ বৌ ও শামা আপনাদের দল ভাঙ্গে নাই, বরং দুই জনে আরও বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ছোট বৌএর প্রমদার সহিত সদ্ভাব হওয়াতে, তাহাদের দুজনের বিদ্বেষাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

আজ দুই দিন হইতে বড় বৌএর জ্বর হইয়াছে; তিনি শয্যায় শুইয়া আছেন। আর প্রমদা তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পুঁটিকে কথামালা পড়াইতেছেন। পুঁটি এখন এগার বৎসর অতিক্রম করিয়া বারতে পদার্পণ করিয়াছে। সে প্রাতিদিন বৈকালে মেজ

কাকীর নিকট বসিয়া পড়িয়া থাকে। পুঁটি মেয়ে ছেলে;—সুতরাং তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে বড় বৌএর তত ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু প্রমদা তাঁহাকে স্ত্রীজাতির লেখা পড়া শেখা আবশ্যক; একথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া পুঁটিকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র বাড়ীতে নাই, তিনি কাছারির কাজের নিমিত্ত এক সপ্তাহের জন্য জমীদারের গৃহে গমন করিয়াছেন। সেজ বৌ রন্ধনশালায় বসিয়া রন্ধন করিতেছে ও শামা তাহার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছে। এমন সময় সেজ বৌ পুঁটি পুঁটি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পুঁটি উত্তর করিল কেন?

সেজ বৌ। আমার ছেলেটা বড় কাঁদ্‌চে একবার ধরিবি আয় ত।

পুঁটি। আমি ত এখন বসে নাই, এখন পড়্‌চি, কি করে যাব?

সেজ বৌ। পড়া আগে, না, ছেলে ধরা আগে?

বড় বৌ বলিলেন যে বল পড়া আগে। তখন পুঁটি বলিল যে পড়া আগে।

সেজ। (একটু দীর্ঘস্বরে) ওমা মেয়ে মানুষের ত লেখা পড়া শিখে আর হাকিমি কর্‌তে হবে না? তবে তুই ছেলে নিবি না?

পুঁটি। না, এখন আমি নিতে পারবো না, কেন ছোট পিশী ত বসে রয়েচে, ওঁর কোলে দাও না?

শামা। (কিছু বিরক্তির সহিত) কেন ছোট পিশির কথাটা উট্‌লো কেন? ওখানে বিছানায় পড়ে পড়ে বুঝি মেয়েকে শিখিয়ে দেওয়া হচ্চে? বড় বৌ এই কথা শুনিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ঝগড়া করিবার জন্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বড় বৌএর রাগ করিবার কারণ ছিল, কারণ তিনি পুঁটিকে সে কথা বলিতে শিখাইয়া দেন নাই। পুঁটি

আপনার মন হইতে সে কথা বলিয়াছিল। প্রমদা বড় বৌকে পীড়িত অবস্থায় উঠিতে দেখিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। ওদিকে সেজ বৌ "এই রান্না রইলো, তোর দাদা আগে বাড়ীতে আসুক," বলিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে ছেলেকে লইয়া উঠিয়া গেল। শামাঙ মাথা ব্যথার নাম করিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিল। বড় বৌ দুই দিন শয্যাগত, ছোট বৌও বাড়ীতে নাই, গ্রামে তাহার মাসীর বাড়ী তাহার মাসী আসিয়া অদ্যকার দিন তাহাকে লইয়া গিয়াছে। অগত্যা প্রমদা তখন উঠিয়া রন্ধনশালায় গমন করিলেন। প্রমদার শরীর একে শোকে তাপে জীর্ণ, তাহাতে আসন্নপ্রসবা, সেই জন্য তাঁহাকে সংসারের কোন কাজ করিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু এখন কি করেন, নিরুপায় হইয়া সেই অবস্থাতেই রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তিনি রন্ধন-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সায়ংকালীন কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তৎপরে গিয়া পুনরায় বড় বৌএর শয্যার পার্শ্বে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে পরেশচন্দ্র গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠক! পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন যে, পরেশ বাড়ীতে থাকিয়া বাড়ীর কাজকর্ম্ম দেখেন শোনেন। কার্য্যতঃ বাড়ীর কাজকর্ম্ম কিছুই দেখেন না।

গ্রামে সম্প্রতি একটি যাত্রার দল হইয়াছে, পরেশের একটু গান করিবার শক্তি ছিল, সেই জন্য তিনি সেই যাত্রার দলের সহিত মিশিয়াছেন। কেবল স্নান আহারের সময় একবারমাত্র বাড়ীতে আসেন, নচেৎ সর্ব্বদাই সেই যাত্রার আড্ডাতেই পড়িয়া থাকেন। পরেশের এইরূপ যাত্রার দলের সহিত মেশাতে অনেকেই অসন্তুষ্ট; হরিশ্চন্দ্র কতবার আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথা শোনেন নাই। যাত্রার দলে অসংসঙ্গের

সহিত মেশাতে যদিও এখনও তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে দোষ লক্ষিত হয় নাই, কিন্তু তিনি একটী প্রধান নেশার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। পরেশচন্দ্র একজন প্রকৃত গাঁজাখোর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার এই গাঁজা খাইতে আরম্ভ করার একটি বিশেষ কারণ আছে, অনেকের এরূপ ধারণা যে গাঁজা খাইলে গলার স্বর খুব পরিষ্কার হয়, সেই জন্য যাত্রারদলের অনেক ছেলেকে গাঁজা অভ্যাস করিতে দেখা গিয়াছে। যাহাহউক এই কারণেই তিনি গাঁজা খাইতে আরম্ভ করেন এবং এখন একজন প্রকৃত গাঁজাখোর হইয়া পড়িয়াছেন। মানুষ একবার অধঃপতিত হইলে তাহাকে সংশোধন করা বড় শক্ত ব্যাপার হইয়া উঠে।

পরেশ বাড়ী আসিয়া প্রথমে আপনার শুইবার ঘরে গেলেন। গিয়া দেখেন যে ঘরের দ্বার রুদ্ধ; দুই একবার ডাকিলেন; সেজ বৌ তখন কপট নিদ্রায় অভিভূত। কোন উত্তরই নাই; তখন পরেশ দরজায় ঘা মারিতে লাগিলেন। সেজ বৌ নিদ্রোত্থিতের মত ব্যস্তসমস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। পরেশ ঘরে ঢুকিয়া অনেক গালাগালি তিরস্কার করিয়া তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে কি?

সেজ। (কান্নারস্বরে) বড় বৌ পুঁটিকে দিয়ে আমার অপমান করেচে, আমি রোজ রোজ এমন অপমান সইতে পার্ব না।

পরেশের স্বভাব একেই গোঁয়ার, তাহার উপর গাঁজার নেশা।

পরেশ। (ক্রুদ্ধস্বরে) তার আর ভয় কি, না হয় এখানে নাই থাক্‌বি, তোকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমি যাত্রা কর্‌তে চলে যাব।

এমন সময়ে শামা চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া উপস্থিত; যেন এতক্ষণ কতই ক্রন্দন করিতেছিল।

পরেশ। শামা তুই কানছিস্ কেন ? তোর কি হয়েচে ?

সেজ। ওকেও অপমান করেচে।

পরেশ। কি ! এত বড় আস্পর্দ্ধা যাকে তাকে অপমান !

এমন সময় প্রমদা আসিয়া উপস্থিত, প্রমদাকে উপস্থিত দেখিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন মেজ বৌ বল ত এদের ব্যাপারটা কি ? প্রমদা ধীরভাবে এই ঘটনার আদ্যোপান্ত বলিলেন। প্রমদার নিকট শুনিয়া পরেশের রাগ অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। যদিও পরেশ নিজে রুষ্টস্বভাব লোক ছিলেন, তথাচ প্রমদাকে যথেষ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন। তৎপরে প্রমদা পরেশকে অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিলেন, পরেশ আহার করিয়া শয়ন করিলেন। সেজ বৌ ও শামা সে রাত্রে কিছু আহার করিল না। প্রমদা তাহাদিগের দুই জনকে অনেক সাধাসাধি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা শুনিল না। সেজ বৌ মনে করিয়াছিল যে, স্বামী আসিলে তাহাকে আপনার মতের অনুবর্ত্তী করিয়া লইব। সেই জন্য তখন সেজ বৌ পুঁটিকে কিছু গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল যে, "তোর দাদা আসুক।" কিন্তু পরেশ আসিয়া প্রমদার কথায় বিশ্বাস করিল। সেই জন্য আরও চটিয়া গিয়া সেজ বৌএর একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল যে, কিরূপে স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা যায়। কারণ তাহা করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। সেজ বৌ বিছানায় শুইয়া একমনে এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল, এবং স্বামীকে বিশেষরূপে বুঝাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরিশ্চন্দ্র এখনও গৃহে ফিরিয়া আসেন নাই। বড় বৌএর জ্বর গত রাত্রি হইতে আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পরিবারের অপরাপর সকলে উঠিয়াছে, বেলা প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেজ বৌ ও শামা এখনও শয্যা হইতে উঠে নাই। ছোট বৌ আজ প্রাতঃকালেই মাসীর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। প্রমদা গিয়া তাহাদিগকে ডাকাডাকি করিলেন, তাহাদের দরজা ঠেলিলেন, কিন্তু তাহারা কোন উত্তর দিল না। অবশেষে তিনি ছোট বৌকে বড় বৌএর নিকট রাখিয়া আপনি সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। ছোট বৌ ছেলে মানুষ কাজকর্ম্মে তত দক্ষ নয়, সেই জন্য তাহাকে কাজের ভার না দিয়া আপনি সকল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সেজ বৌ গতরাত্রে স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে যে, তাহারা আর এ সংসারে একত্রে থাকিবে না, পৃথক হইয়া বাস করিবে। শামাও সেজ বৌএর সহিত একমত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা তিন জনে এ সংসার হইতে আলাদা বাস করিবে এরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। সেজ বৌ প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদ্যপি খেতে না পাইয়া মরি, সেও ভাল; তথাপি বড় বৌএর মুখনাড়া এবং প্রমদার গিন্নেপনা সহ্য করিয়া আর এ সংসারে কখনই থাকিব না। পরেশচন্দ্র কাপুরুষ সুতরাং স্ত্রীর এইরূপ প্রতিজ্ঞার বল দেখিয়া তাহাতেই আপনার ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়াছে। তাহারা আরও স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রকাশ এবার কলিকাতা হইতে আসিলেই পৃথক হইব। এই সকল কারণে সেজ বৌ ও শামা এখনও বিছানা হইতে উঠে নাই। তাহাদের ইচ্ছা যে কয়েক দিন থাকি, সে কয়েক দিন সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই করিব না, ইষ্টানিষ্ট কিছুই দেখিব না, সংসার ভাসিয়া যায় যাউক, তাহা

দেখিলেও নিবারণ করিব না। পরেশ প্রাতঃকালে উঠিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর পরামর্শে প্রকাশকে আসিবার জন্য কলিকাতায় এক খানি পত্র লিখিয়া যাত্রার দলের সহিত কিছু দিনের জন্য বিদেশে চলিয়া গেলেন। এদিকে প্রমদা একে একে সংসারের সকল কাজ সারিয়া স্নান করিয়া রন্ধনশালায় গমন করিলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অগ্রে বাড়ীর ছেলেদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইলেন। তৎপরে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া শাশুড়ী সেজ বৌকে আহার করাইয়া আপনি খাইলেন। এবং নিজে গিয়া বড় বৌএর বিছানায় বসিয়া ছোট বৌকে আহারের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। বড় বৌ বিছানায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে এবং এক একবার জল জল বলিয়া চীৎকার করিতেছে। প্রমদা ভাবিয়া দেখিলেন যে, আর বিনা চিকিৎসায় রাখিয়া দেওয়া ভাল নহে, সেই জন্য ডাক্তার ডাকিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাড়ীতে পুরুষ কেহই নাই, কে ডাক্তার ডাকিয়া দেয়, অবশেষে তিনি গোপালের হস্তে এক খণ্ড কাগজ লিখিয়া ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, প্রমদা গৃহের কাজ সারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মাতৃগৃহ হইতে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা এতদিন প্রমদার মাতার কোন সংবাদ পাঠকবর্গকে দিই নাই। উপেন্দ্রনাথ এখনও কারাগারে, সুতরাং তিনি বাড়ীতে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবার ও সন্তানেরা শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছে। প্রমদার মাতা স্বামীর পীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এমন কি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর যে কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে অনেক ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছে। পাঠক পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন যে, প্রমদার পিতার মৃত্যুর

পর হইতে ছোট মাসী আসিয়া তাঁহার মাতার নিকট অবস্থিতি করিতেছে। এখন ছোট মাসীই তাঁহার মাতার একরূপ ভরণপোষণ চালাইতেছেন এবং প্রমদাও কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন। হয়ত কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, প্রমদার আয় কোথায়? যে, তিনি মাকে সাহায্য করিতে পারেন? এস্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রকাশ চন্দ্র প্রমদাকে হাত খরচের জন্য মাসে মাসে যে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন, প্রমদা তাহার মধ্য হইতে মাতাকে তিন টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। ইহাতেই প্রমদার মাতার সংসার একরূপ চলিতেছে। বলা বাহুল্য যে, প্রমদার মামারা কিছু বিষয়াপন্ন লোক, তাঁহাদের ইচ্ছা যে, প্রমদার মাতা তাঁহাদের নিকট গিয়া থাকেন। এবং সেই জন্য প্রমদার ছোট মামা আসিয়া আরও ভগ্নীকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রমদার মাতাও ভাইএদের নিকট গিয়া থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। যাইবার কালে প্রমদার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন, সেই জন্য তাঁহাকে লইতে আজ লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রমদা এখন এ সংসারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে যাওয়া একবারে অসম্ভব। সুতরাং তিনি না যাইতে পারার কারণ সকল একখানি পত্রে লিখিয়া সেই প্রেরিত লোকের সঙ্গেই মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা প্রায় উপস্থিত; এমন সময়ে গোপালের সহিত ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবু ইহাঁদিগের নিকট আত্মীয়; সুতরাং প্রমদা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রোগের সকল কথা বলিলেন। ডাক্তার মহাশয় সে সমুদায় শুনিয়া কাগজে ঔষধের ব্যবস্থা লিখিলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, এই ঔষধেতেই জ্বর আরাম হইতে পারে। ডাক্তারের

আদেশমতে ঔষধ আনয়ন করাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেজ বৌ ও শামা সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও এদিকে আসে নাই এবং ব্যায়ারামের কোন সংবাদ লয় নাই। প্রমদা একাকীই সকল কার্য্য করিতেছেন। সেজ বৌ ও শামা কেবল বসিয়া বসিয়া এক বার প্রমদার নিন্দা, একবার ছোট বৌ প্রমদার দিকে গিয়াছে, সেই জন্য তাহার নিন্দা; এবং কখন কখন বা পৃথক হইয়া কিরূপে কোথায় থাকিব তাহার পরামর্শ করিতেছে। পরনিন্দা এবং পর কুৎসা ভিন্ন এ দুজনের যেন আর কোন কাজ নাই। কিন্তু প্রমদার হৃদয় এমনি সরল ও উদার যে তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত বা কুপিত হওয়া দূরে থাক, বরং তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে কত বুঝাইতেছেন, আহারের সময় কত সাধ্যসাধনা করিয়া আহার করাইতেছেন। নারীচরিত্রে এমন সরলতা ও এমন মাধুর্য্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহস্থল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল, প্রমদা বড় বৌএর শয্যা হইতে উঠিয়া সকলকে খাওয়াইলেন এবং সংসারের অন্যান্য কাজ সারিয়া আপনার শয়ন গৃহে আসিলেন। তিনি গত রাত্রে বড় বৌএর নিকট বসিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন ; আজও তাঁহার ইচ্ছা যে, বড় বৌএর কাছে থাকেন। কিন্তু ছোট বৌ তাঁহাকে বার বার নিষেধ করায় তিনি গিয়া আপন গৃহে শয়ন করিলেন এবং ছোট বৌ পুঁটির মায়ের নিকট রহিল। প্রমদা কলিকাতা হইতে আজ প্রকাশচন্দ্রের একখানি পত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত দিন অবকাশাভাবে তাহা খুলিয়া পড়িতে পারেন নাই, মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন যে শয়নকালে পত্রখানি পাঠ করিব। প্রমদার চিরকাল একটি অভ্যাস আছে তিনি প্রতিদিন শুইবার অগ্রে বিছানায় বসিয়া কিছুক্ষণ ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতেন, তৎপরে শয্যায় শয়ন করিতেন। আজও তদনুসারে তাহা করিয়া প্রকাশের

পত্রখানি খুলিয়া আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি এই।—

সুবিনয় নিবেদন মিদং—

অনেক দিন হইতে বাড়ীর ও আপনার কোন সমাচার না পাওয়াতে বড় ভাবিতেছি, শীঘ্র পত্র লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আপনার দাদা উপেন্দ্রনাথের সংবাদ পাইয়াছি, তাঁহার কারা-মুক্তির আর বড় অধিক বিলম্ব নাই। আমি ও হরিতারণ এখন একত্রে রহিয়াছি; হরিতারণের মত শান্ত ও সরল প্রকৃতির যুবা পুরুষ আমি প্রায় দেখি না, তাহা আপনাকে লেখা বাহুল্য, কারণ আপনি তাহার বিষয় সকলই জানেন। হরিতারণের এতদিন বিবাহে সম্পূর্ণ অমত ছিল, কিন্তু আজকাল দেখিতেছি বিবাহের দিকে তাহার গতি ফিরিয়াছে। সেই জন্য আপনাকে আজ পত্র লেখার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, আপনি হরিতারণের জন্য একটি পাত্রীর অনুসন্ধান করিবেন। আমি এ বিষয়ের জন্য দাদাকেও পত্র লিখিলাম। যদিও হরিতারণের ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে বরাবর কিছু অনুরাগ আছে, তথাচ সে এখনও জাতিচ্যুত অথবা সমাজ-চ্যুত হয় নাই। সুতরাং তাহাকে কন্যাদান করিতে কেহই আপত্তি করিবে না। বিশেষতঃ হরিতারণের মত গুণবান্ ও সচ্চরিত্র পাত্রে কন্যাদান করিতে কে না ইচ্ছুক হইবে? আপনি এ বিষয়ের চেষ্টায় থাকিবেন। আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। তবে আপনার নিকট আর একটি অনুরোধ এই যে, আমাদের পারিবারিক অশান্তি যাহাতে শীঘ্র দূর হয়, তাহার জন্য আপনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। সময়ে সময়ে সংসারের অশান্তির কথা মনে হইলে আর গৃহে যাইতে ইচ্ছা হয় না। ছোট বৌ নির্ব্বোধ; সেই জন্য সে অপরের কুপরামর্শে চালিত হইয়া সময়ে সময়ে আপনাদের প্রতি অনেক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু আমি

আশা করি যে, আপনি সে সকল ভুলিয়া গিয়া তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া সর্ব্বদা শিক্ষা দিবেন। নিবেদনমিতি।

বিনীত—

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ"

প্রমদা পত্রপাঠ করিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহির্গত হইল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে সেই অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিলেন। সুবোধ পাঠক! বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ অশ্রুবিসর্জ্জনের কারণ কি? হরিতারণের বিবাহের কথায় প্রমদার প্রাণের সহোদরা তুল্য সেই বামাকে স্মরণ হইল। মেজ বৌএর পাঠকগণ বোধ হয় জানেনযে, প্রমদা ও প্রবোধচন্দ্র উভয়েই বামাকে হরিতারণের সহিত পরিণয়পাশে নিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু বামার মৃত্যুতে চিরকালের জন্য সে আশায় জলাঞ্জলি পড়িয়াছে। পত্রপাঠে প্রমদার অন্তরে সেই নিদারুণ পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া কিছুকালের জন্য ব্যথিত করিল। প্রমদা অনেক কষ্টে সেই শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া শয়ন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় বৌএর পীড়া অনেক পরিমাণে আরোগ্য হইয়াছে। তিনি রোগ শয্যা হইতে উঠিয়া এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন এবং এটা ওটা করিতেছেন। কিন্তু এখনও দেহের দুর্ব্বলতা সারে নাই। হরিশ্চন্দ্র জমিদারের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, রেশ সেই যাত্রা করিতে বাহির হইয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত এখনও ফেরেন নাই। সেজ বৌ ও শামা পূর্ব্বের মত চলিতেছে, তাহাদের পরামর্শের এখন প্রধান বিষয় এই যে, পৃথক হইলে কে কোন্ ঘটিটা লইবে, কাহার ভাগে কোন্ থালা খানা পড়িবে, তাহাদের কেবল এই চিন্তা এই কল্পনা। শামা সেজ বৌকে মধ্যে মধ্যে আশ্বাস দিয়া বলে যে "দাঁড়ানা, এইবার একবার সেজ দাদাকে ঘরে আস্‌তে দে, তা হলেই সব শেষ করে নেবো।" বড় বৌ শামাও সেজ বৌএর সহিত একবারে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রমদার প্রকৃতি অমায়িক অভিমান শূন্য, তিনি পূর্ব্বেও তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন এখনও সেইরূপ। প্রমদা সময় পাইলেই তাহাদিগকে নানা প্রকারে বুঝান এবং ঘরভাঙ্গা কুপরামর্শ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন, তাহাতে তাহারা প্রমদার প্রতি আরও চটিয়া যায়। কিন্তু প্রমদার সম্মুখে তাহারা কখন কিছু বলিতে সাহস পায় না, অন্ত-রালে বসিয়া কত নিন্দা করে। এইরূপ অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের সংসারের দিন যাইতেছে, তিনি সংসারের এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণভাবে কালযাপন করেন। প্রকাশ কলিকাতা হইতে দাদাকে এই বিষয়ের জন্য মাসে মাসে পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু নদীর প্রবল স্রোতে একবার জমি ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইলে, যেমন তাহা ক্রমশই ভাঙ্গিতে থাকে ; সেইরূপ কলহপ্রিয়া কুটিলহৃদয়া

নারীদিগের কুমন্ত্রণায় সংসারের সুখের বন্ধন একবার ছিঁড়িতে আরম্ভ হইলে, কোনরূপেই আর তাহা যোড়া দেওয়া যায় না।

হরিশ্চন্দ্রের কুল-পুরোহিতের কন্যার আজ বিবাহ, সেই জন্য তিনি সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সেই নিমিত্ত গৃহে আজ রন্ধনের কোন বিশেষ উদ্যোগ হয় নাই। গোপাল, পুঁটি, ক্ষেমি ইহারা সকলে আপন আপন পোষাকি কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণালয়ে যাইবার জন্য সাজিয়া বসিয়া আছে। সকলেই নিমন্ত্রণে যাইবেন, কেবল বড় বৌএর দুর্ব্বলতাবশতঃ তিনি যাইবেন না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রমদার ইতিমধ্যে একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। সেই জন্য তিনি প্রথমে নিমন্ত্রণালয়ে যাইতে স্বীকার হন নাই, কিন্তু পুরোহিত পত্নীর একান্ত অনুরোধে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রমদা আপনার সেই অল্পদিনজাত সন্তানকে বড় বৌএর নিকট রাখিয়া ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পুরোহিতভবনে যাত্রা করিলেন। পুরোহিতের নাম রামদয়াল চক্রবর্ত্তী, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি; এ বারে এই তৃতীয় পক্ষে সংসার করিয়াছেন। পুরোহিত ঠাকুরাণী কিছু অহঙ্কারী এবং সঙ্কীর্ণমনা। প্রমদার দল বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আসিয়া তাহাদিগকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। প্রমদা বড় বৌএর ছেলেদিগকে এক স্থানে স্থির থাকিতে বলিয়া বাড়ীর অন্যান্য নারীদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন; ছোট বৌ প্রমদার সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। প্রমদা নিশ্চিন্তপুরের সকলেরই নিকট আদৃতা; সুতরাং সমাগত নারীরা সকলেই প্রমদার সহিত সাদরে আলাপ করিতে লাগিল। পুরোহিত ঠাকুর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া প্রমদাকে মিষ্ট বাক্যে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। এদিকে পুরুষদিগের আহারের পর বাড়ীর মধ্যে নারীদিগের আহারের জন্য বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। লোকের অভাব দেখিয়া প্রমদা

নারীগণের পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি সকল সামগ্রী যাহার পর যাহা আনিয়া একাকী সেই রমণী-দিগকে খাওয়াইলেন। এইরূপ কার্য্যপটুতা দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুরাণী প্রমদার প্রতি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে তাঁহারা প্রমদাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন; প্রমদা ধর্ম্মপরায়ণা ব্রাহ্মণের বিধবা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন অবধি স্থির করিয়াছেন যে, আর অপরের হস্তে অন্ন আহার করিবেন না; পুরোহিত পত্নীর এইরূপ জেদ দেখিয়া প্রমদা তখন তাঁহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "ওমা! সে কি, আমার ঘরে এত বেলা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে তুমি কি অনাহারে থাকিবে? তা কখনই হবে না।" পুরোহিত ঠাকুর আসি-য়াও কত বুঝাইলেন, কত শাস্ত্র যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই প্রমদা আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না। অগত্যা তাঁহারা দুঃখিত হইয়া প্রমদাকে কতকগুলি ফল মূল ও দুগ্ধ আনিয়া দিলেন, তিনি সচ্ছন্দমনে তাহাই আহার করিলেন।

আহারান্তে নারীগণ বিবাহের নানারূপ আয়োজন করিতে লাগিল। কেহ বরণডালা সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ হয়ত পাত্রীকে নানারূপ বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইতে লাগিল। কোন নারী হয়ত এখন হইতেই বাসরঘরের আয়োজন করিতে লাগিল। প্রমদা বসিয়া থাকিবার লোক নহেন; তিনিও গিয়া একটা কার্য্যে হাত দিলেন। প্রমদাকে বিবাহের আয়োজন কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং চুপি চুপি উঠিয়া গিয়া কর্ত্তার সহিত কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

চক্রবর্ত্তী। তা হোক বিধবা; প্রমদা ত স্বয়ং লক্ষ্মী।

পত্নী। না, না, শুভ কার্য্যে একটুও খুঁৎ থাকা ভাল নয়।

চক্রবর্ত্তী। খুঁৎ ফুৎ ওসব মনের গোলমাত্র, যা থাকে অদৃষ্টে তাই হবে।

পত্নী। তুমিত কিছুই বোঝ না, অমুকের কি ঘটেছিলো তা জান?

চক্রবর্ত্তী। তা তুমি ওঁকে এখন কিরূপে মুখে মুখে বল্‌বে? আহা! কেমন শান্ত বিনয়ী; আমার বাড়ী এসে কতই না খেটেছে।

পত্নী। তা আমি এখন বল্‌ব, আপনার ভাল সবাই দেখে থাকে।

চক্রবর্ত্তী। তবে যা বোঝ তাই কর, তোমার কথাত কেউ কাট্‌তে পার্‌বে না।

এই কথা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় চলিয়া গেলেন। পাঠিকে! এ কথোপকথনের মর্ম্ম কি তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ? পূর্ব্বেই শুনিয়াছ যে, চক্রবর্ত্তীর গৃহিণীর মন সঙ্কীর্ণ; প্রমদা অদৃষ্ট দোষে বিধবা, বিধবা হইয়া অপরের শুভ বিবাহানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছে, বিধবার সংশ্রবে পাছে বিবাহের ফল মন্দ হয়, পাছে কন্যার অকল্যাণ হয়; এই জন্য হিন্দুসমাজের অনেক গৃহিণীর ইচ্ছা যে, বিবাহানুষ্ঠানে বিধবাদের যোগ না থাকাই ভাল। প্রমদাকে কন্যার বিবাহকার্য্যে সংস্পৃষ্ট দেখিয়া পুরোহিত ঠাকু-রাণীর প্রাণে লাগিয়াছে; সেই জন্য তিনি উঠিয়া গিয়া এতক্ষণ স্বামীর সহিত পরামর্শ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুরের ইহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তথাচ দুর্ব্বলতাবশতঃ গৃহিণীর মতে তাঁহাকে মত দিতে হইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি আসিয়া প্রমদাকে ডাকিয়া সেই কথা বলিলেন। প্রমদা ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন যে "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হইয়াছে।" প্রমদা আপনাকে অবমানিত বোধ করা দূরে থাক,

আপনিই আপনার দোষের নিমিত্ত লজ্জিত হইতে লাগিলেন। প্রমদার এইরূপ হঠাৎ সরিয়া যাওয়াতে নারীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিল। তাঁহার প্রতি এইরূপ করাতে রমণী-দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই পুরোহিত গৃহিণীর প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। কেবল শামা ও সেজ বৌ বিলক্ষণ আহ্লাদিত হইয়া উভয়ে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। তৎপরে যথা সময়ে বিবাহকার্য্য সমাধা হওয়ার পর, হরিশ্চন্দ্র আপনার পরিবারের সকলকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে বিদায়কালে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহিণী সেই কথার জন্য প্রমদার নিকট আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রমদা বিধবা ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, কিন্তু যে সে বিধবার মত নয়। প্রমদা একদিকে যেমন সংসার কার্য্যে সুনিপুণ; আচার ব্যবহারে যেমন শান্ত ও বিনয়ী, অন্যান্য বিষয়ে যেমন বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মের দিকেও সেইরূপ অনুরাগিনী ছিলেন। বাল্য-কাল হইতেই তাঁহার জীবনে ধর্ম্মভাবের প্রবলতা দেখা যায়। দীনদুঃখী নিরাশ্রয় দেখিলে প্রমদা কখনই তাহাদিগকে শুধু হস্তে ফিরাইয়া দিতেন না। পাড়া প্রতিবেশীর কষ্ট অথবা কাহার কোন বস্তুর অভাব দেখিলে প্রমদা প্রাণপণে তাহা দূর করিতে চেষ্টা পাইতেন। এখন তিনি প্রকৃতরূপে বৈধব্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, বিধবার পরমধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য পালনে তিনি এখন শরীর মন সমর্পণ করিয়াছেন। প্রমদা প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমে সংসারের দুই একটী কার্য্য করেন, তাহার পর স্নান করেন, স্নানের সময় প্রতিদিন নিয়ম মত স্বামীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য তর্পণ করিয়া থাকেন। স্নানের পর বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পূজা আহ্নিক, জপ প্রভৃতি কার্য্যে যাপন করেন। তৎপর স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করেন। সন্ধ্যাকালে মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ অথবা ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন বৈকালে পুঁটি ও পাড়ার অন্যান্য কয়েকটি বালিকা প্রমদার নিকট পড়িতে আসে, তিনি তাহাদিগকে যত্নের সহিত পড়ান এবং পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় এই সকল বিষয়েও তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দিয়া থাকেন। পাড়ায় কাহারও কোনরূপ পীড়া হইলে প্রমদা দুইবেলা গিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, অথবা তাহাদিগের লোকের অভাব থাকিলে নিজে তাহাদিগের

গৃহে থাকিয়া যথাসাধ্য সেই পীড়িতের সেবা করেন। একদিকে যেমন প্রমদার জীবন গাঢ়নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত পূজা, আহ্নিক, তর্পণ প্রভৃতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানে রত; অপর দিকে সেইরূপ পরোপকার পরসেবা এবং পরের কল্যাণসাধনে সতত নিযুক্ত। ব্রহ্মচর্য্য আর কাহার নাম? নিরাকার অরূপী পরমেশ্বরের সেবা কি কখন হইতে পারে? তাঁহার সন্তান সন্ততির সেবাতেই তাঁর সেবা হয়। প্রমদা! তুমি ধন্য; তুমি নারীকুলের মধ্যে পূজনীয়া; তুমি বৈধব্য জীবনের যে আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলে পৃথিবীর কয়জন নারী তাহার অনুসরণ করিতে পারিবে?

প্রমদার জীবন দর্শন করিয়া একদিকে যেমন সংসারপ্রবিষ্ট গৃহিণীকুল অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিবে, অপরদিকে সেইরূপ জীবনের অন্যাংশের দ্বারা বিধবা নারীগণও প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। স্বামীর প্রতি এমন অচল প্রগাঢ় ভক্তিই বা কয়জন নারীর দেখা যায়? দাম্পত্য সম্বন্ধ যে চিরদিনের সম্বন্ধ তাহা প্রমদা অতি উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পতির সহিত পত্নীর প্রেমের যোগ হৃদয়ের যোগ যে দুই এক বৎসরের জন্য নয়, কেবল ইহাকালের জন্যও নয়; কিন্তু অনন্তকালের জন্য, প্রমদা এই মহাসত্য বিবাহের পর হইতেই উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। যাহারা বিবাহকে দুই দশ বৎসরের অথবা কিছুকালের ব্যাপার বলিয়া মনে করে, তাহারা দাম্পত্য-প্রেমের মাহাত্ম্য এবং উচ্চতা কিরূপে বুঝিবে? বাস্তবিক যাহাদিগের পতির সহিত বিশুদ্ধ প্রেমের যোগ স্থাপিত হয়, তাহারাই স্বামীভক্তির মূল্য বুঝিতে পারে?

যাহা হউক প্রমদা এইরূপে এখন আপনার জীবন কাটাইতেছেন; পাঠক! এখন প্রমদাকে যাহা বলিতে হয়, তাহা বল। প্রমদাকে ব্রহ্মচারিণী বল, আদর্শ বিধবা বল, আদর্শ নারী

বল, গৃহলক্ষ্মী বল, দেবী বল, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই বলিতে পার। প্রমদার জীবনের সৌরভে প্রতিবাসী সকলেই মুগ্ধ, গ্রামের সকল লোকেই আশ্চর্য্যান্বিত। বাস্তবিক মানব-চরিত্রের এইত দেবভাব, দেব দেবী কি আর কোথাও স্বতন্ত্র আছে? কিন্তু কুটিলহৃদয় নিন্দুকের নিকট কাহারও অব্যাহতি পাইবার যো নাই। পূর্ণচন্দ্রের স্বর্গীয় শোভা, প্রাতঃ-প্রস্ফু-টিত পদ্মিনীর মনোহর সৌন্দর্য্যও নিন্দুকের রসনায় নিন্দিত হইয়া থাকে। নিন্দুক যে সে নিশ্চয়ই হিংসুক, নচেৎ তাহার নিন্দা প্রবৃত্তি হইবে কেন? কেবল দুইজন ভিন্ন এ জগতের সক-লেই প্রমদার প্রশংসা করে, গুণগান করে। পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে সে দুই ব্যক্তি কে? সুতরাং তাহাদের নামোল্লে-খের আবশ্যকতা নাই। তাহারা দুইজনে বসিয়া কেবলই পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে; প্রমদার নানা নিন্দাবাদ করে, কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রমদা কখন তাহাদিগের সহিত শিষ্টাচার ভিন্ন অশিষ্টাচার করেন নাই; তাহাদিগের প্রতি মিষ্টবাক্য ভিন্ন কখন রূঢ় কথা প্রকাশ করেন নাই। ছোট বৌএর জীবন এখন দিন দিন উন্নত হইতেছে, সংসারের কাজ কর্ম্মতেও ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে। প্রমদা এখন তাহার হস্তেই সকল কার্য্যের ভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং ছোট বৌই এখন গৃহের কর্ত্রী। পরেশ এখনও গৃহে ফিরিয়া আসেন নাই, হরিশ্চন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু সংসারের এই-রূপ অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন; আজ কাল তাঁহার চিন্তার আর একটি বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে, সেটি পুঁটির বিবাহ। তিনি পুঁটির বিবাহের জন্য এখন অনেক সময় ভাবিয়া থাকেন।

প্রমদার আজ একাদশী, তিনি সমস্ত দিন পূজার্চ্চনার পর বৈকালে বসিয়া মহাভারত পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। পাড়ার

অন্যান্য প্রাচীনারাও আসিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছেন। সকলে একমনে গম্ভীরভাবে বসিয়া ভারতকথা শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে পাড়ার মধ্যে একটি গোলমাল হইয়া উঠিল; প্রমদা সে দিকে তত মনঃসংযোগ করিলেন না, ক্রমে লোকের গোলমাল বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পাড়ার একটি বৃদ্ধা আসিয়া বলিল "ও প্রমদা! দেখ্ শিব ঠাকুরের তলায় গেরুয়া কাপড় পরে একজন সন্ন্যাসী এসেছে, আহা তার কিরূপ! আয় আয় দেখ্‌বি আয়।" সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তখন সকলে পাঠ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী দেখিতে পাড়ার ছেলে, বুড়ো, যুবতী, প্রাচীনা সকলেই আগমন করিয়াছে। শিব ঠাকুরের তলা লোকে লোকারণ্য। সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। দীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকের কেশ সকল জটার আকার ধারণ করিয়াছে; দেখিতে গৌরবর্ণ সুশ্রী। নিজে কাহারও নিকট হইতে কিছু চাহিয়া খান না, অন্নাহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন; ফল মূল দুগ্ধই একমাত্র সম্বল। সন্ন্যাসীর মুখে প্রশান্ত ভাব দেখিলে শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বৃদ্ধাদের মধ্যে অনেকে কেহ দূর হইতে কেহ বা নিকটে গিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ দুগ্ধ, কেহ কলা, কেহ বা ভাল ভাল মিষ্টান্ন আনিয়া তাঁহার নিকটে রাখিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার সে সকলের প্রতি দৃক্‌পাত নাই। যুবতীদলের মধ্যে কেহ কেহ ফিশ্‌ ফিশ্‌ করিয়া কাহার হাতে ছেলের কথা আছে কি না? অথবা কাহার স্বামী বশীভূত হইবে কি না? এই সকল কথা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বলাবলি করিতে লাগিল। বৃদ্ধাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল যে "আহা! কার ঘর অন্ধকার করে এমন ছেলে চলে এসেছে গা?" প্রমদা একবারে নীরবে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাইয়া যেন চিনি চিনি এইরূপ বোধ করিতেছেন। পাঠক! বলিতে পার এ সন্ন্যাসী কে? প্রমদার মনে কেন মধ্যে মধ্যে এরূপ ভাবের উদয় হইতেছে; তবে কি প্রমদার সহিত সন্ন্যাসীর কোন সম্বন্ধ আছে? না কখন ছিল? প্রমদার চিনিবার অগ্রে আমরা পাঠককে সন্ন্যাসীর পরিচয় প্রদান করিতেছি। সন্ন্যাসী প্রমদার দাদা উপেন্দ্রনাথ; পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে

যে, উপেন্দ্রনাথ দুষ্কার্য্যের জন্য এতদিন জেলে ছিলেন; তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল পাপস্রোতে ডুবিয়াছিলেন, এই দুই বৎসরের মধ্যে একবারও বাড়ীতে আসেন নাই; প্রমদা পিতার আসন্ন-দশায়, আসিবার নিমিত্ত বার বার পত্র লিখিয়াছিলেন, অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তখন চিটির উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। উপেন্দ্র তখন পাপের সেবায় একেবারে হতচেতন ও অবশ হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল উপেন্দ্রনাথ কেন; উপেন্দ্রের মত কত যুবক কলিকাতা সহরে মা, বাপ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ সংসারকে বিস্মৃত হইয়া দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ অবিশ্রান্ত পাপা-চরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া উপেন্দ্রনাথ কোন গুরুতর দুষ্কার্য্যের জন্য ছয় মাসকাল কারাগারে অবরুদ্ধ থাকেন। কারাগার হইতে অব্যা-হতি পাইয়া তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবল অনুতাপ উপস্থিত হয়, সেই জন্য তিনি আর সংসার পথে প্রবিষ্ট না হইয়া বরাবর পদব্রজে কাশীধামে যাত্রা করেন এবং সেখানে এক পরমহংসের নিকট সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসে ভণ্ডতা নাই, কিন্তু বাস্তবিক বৈরাগ্য আছে।

বুদ্ধিমতী প্রমদা এতক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন। আপনার লোককে দেখিয়া কে কোথায় চুপ করিয়া থাকিতে পারে? প্রমদা সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন "ওমা ইনি যে আমার দাদা গো!" অন্যান্য নারীরা বলিতে লাগিল "সে কি প্রমদা তুমি কি পাগল হলে না কি?" প্রমদা "না আমি এঁকে চিন্‌তে পেরেছি, উনি আমার দাদা বটেন।" এই দেখ ওঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি।

প্রমদা। (সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী হইয়া) আপনার, নাম কি?

সন্ন্যাসী। (কিছুক্ষণ পরে) সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব নাম বলিতে নিষেধ, এখনকার নাম রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

প্রমদা। আচ্ছা; নাম নাই বলুন, আপনার জন্মস্থান কোথায়?

সন্ন্যাসী। তাহাও বলিতে নিষেধ। প্রমদা। আচ্ছা আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি না?

সন্ন্যাসী। পারিয়াছি, তুমি আমার ভগিনী ছিলে তোমার নাম প্রমদা। এই কথা বলিবামাত্র সকলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। তৎপরে তিনি প্রমদার বার বার কাতরতার সহিত জিজ্ঞাসার জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন। মানুষের মনে বাস্তবিক অনুতাপ উপস্থিত হইলে সম্পূর্ণরূপে তাহার জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। প্রকৃত বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে মানবচিত্তকে সংসার-পথে পুনঃপ্রবিষ্ট করা একরূপ অসাধ্য। উপেন্দ্রনাথের মনে বাস্তবিক বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, উপেন্দ্র এক জন সাধু ঈশ্বরভক্ত সন্ন্যাসী; সুতরাং তাঁহাকে আর সংসারপথে ফিরাইবার চেষ্টা করা বিধেয় নহে। বুদ্ধিমতী প্রমদাও দাদার ভাবগতি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহাকে আর সংসারে ফেরান সহজ নহে। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীর এস্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করার দুইটি কারণ ছিল, প্রথমতঃ তিনি পথ চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া রৌদ্র নিবারণের জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি জানিতেন যে, এই গ্রামে প্রমদার শ্বশুরালয়, উপেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রমদাকে বড় ভাল বাসিতেন, সুতরাং যদি হয়, তবে ভগিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যান। প্রমদা সন্ন্যাসীকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনকার সহিত কি আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না?

সন্ন্যাসী। নারায়ণের যদ্যপি ইচ্ছা হয়, তবে হইতে পারে।

আমি এখন পুরুষোত্তমে যাত্রা করিতেছি। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, পাড়ার মধ্যে হুজুক পড়িয়া গেল যে, মেজ বৌএর দাদা সন্ন্যাসী হইয়াছে। প্রমদা চিন্তামগ্নভাবে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে একে একে নানা ঘটনার কথা উদয় হইতে লাগিল; পিতার মৃত্যু, সংসারের কষ্ট, দাদার সন্ন্যাস গ্রহণ ইত্যাদি নানা চিন্তা মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, দাদা যদ্যপি বাস্তবিক ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন, তবে তাহা অপেক্ষা মহৎকার্য্য আর অধিক কি আছে? এইরূপ চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়া প্রমদার সে রাত্রি চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে কাগজ কলম লইয়া প্রমদা মাতার নিকট ও উপেন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ীতে দুইখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। প্রমদা অনেক দিন হইল মাতার ও দাদার পরিবারের নিকট হইতে কোন পত্রাদি পান নাই, এজন্য তিনি অত্যন্ত ভাবিত ছিলেন। তার পর দাদার এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তিনি উদাসীন হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছেন তাহারা ইহার কিছুই জানে না; সুতরাং এ সংবাদ তাহাদিগকে জ্ঞাত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। একবার ভাবিলেন যে, এ খপর তাহাদিগকে জানান আবশ্যক নহে, কারণ তাহা হইলে তাহারা অত্যন্ত চিন্তাকুল ও শোকাকুল হইয়া পড়িবে। আবার ভাবিলেন যে, না; দাদার যখন স্থিরসঙ্কল্প যে, তিনি আর সংসারে ফিরিবেন না, তখন ইহা তাহাদিগকে জানান নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিয়া শেষে লেখাই স্থির হইল। প্রমদা পত্রমধ্যে অন্যান্য কথার সহিত দাদার সন্ন্যাসগ্রহণের কথা লিখিয়া দিলেন; পত্রের শেষাংশে মা ও উপেন্দ্রের স্ত্রীকে বিশেষরূপে লিখিলেন যে, "আপনারা দাদার জন্য চিন্তা করিয়া বৃথা মনকে ক্লেশ দিবেন না এবং তাঁহাকে আনিয়া সংসারে পুনঃপ্রবিষ্ট করিবার নিমিত্ত অনর্থক চেষ্টা করিবেন না, কারণ তিনি যখন ইহাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া অবলম্বন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের জন্য করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করাও ঠিক নহে; এবং তিনি কখন ফিরিবেনও না। সুতরাং সে জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া মনকে কষ্ট দেওয়া বিধেয় নহে।" এইরূপ পত্রের মধ্যে নানা উপদেশপূর্ণ কথা লিখিয়া দুই স্থানে দুইখানি পাঠাইয়া দিলেন।

এমন সময়ে প্রমদা শুনিলেন যে, শামার কাল রাত্রি হইতে জ্বর

হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য কাজ ছাড়িয়া তিনি শামার নিকটে গমন করিলেন। প্রমদা গৃহে প্রবেশ মাত্র সেজ বৌ তথা হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। তিনি শামার শয্যায় বসিয়া তাহাকে ডাকিলেন; শামার ইচ্ছা নয় যে প্রমদার সঙ্গে কথা বলে। দুই তিন ডাকের পর উত্তর করিল, প্রমদা গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন যে, জ্বর অত্যন্ত প্রবল। তখন ডাক্তার আনিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করাই উচিত মনে করিলেন। বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে কেহই নাই, গোপালও নাই। হরিশ্চন্দ্র জমিদারের বাড়ী হইতে আসিয়া দিনকয়েক মাত্র বাড়ীতে ছিলেন, তৎপরে কলিকাতায় প্রকাশের নিকট গমন করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতা যাত্রার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল; প্রথম—প্রকাশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কন্যার বিবাহের পরামর্শ করিবেন; তারপর তাঁহার পুত্র গোপালের দেশে থাকিয়া লেখাপড়া হইতেছিল না; সেই জন্য তিনি অনেক দিন হইতে গোপালকে প্রকাশের নিকট রাখিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। প্রকাশেরও ইচ্ছা যে গোপাল কলিকাতায় থাকে। সেই জন্য তিনি এবারে গোপালকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছেন। প্রকাশচন্দ্রের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে, তিনি প্রায় মাসিক চার পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, কলিকাতায় অনেক বড় বড় বাড়ীতে তাঁহার পসার হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় একখানি নিজের বাড়ী নিম্মাণ করিতেছেন।

এদিকে প্রমদা দাসীর হস্তে সংবাদ দিয়া ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া শামার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন। যে শামা প্রমদার নামে জ্বলিয়া উঠে, প্রমদাকে অবমানিত করিবার জন্য সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া ষড়যন্ত্র করে, প্রমদা কি না আজ সেই শামার পার্শ্বে বসিয়া তাহার

সেবা করিতেছেন। যাহারা স্ত্রীজাতিকে স্বভাবতই কলহপ্রিয় ও হিংসাপরায়ণ বলিয়া নিন্দা করে; তাহারা একবার প্রমদার চরিত্র পাঠ করিয়া দেখুন। প্রমদা বৈকালে আসিয়া শামার গাত্রে হাত দিয়া দেখেন যে, জ্বর প্রাতঃকালের ন্যায় প্রবল রহিয়াছে; ঔষধের শিশির দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, ঔষধ পূর্ণ রহিয়াছে, কিছুই খায় নাই। তখন তিনি শামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ঔষধ একবারও খাও নাই ?"

শামা। না। প্রমদা। কেন? শামা চুপ করিয়া রহিল। তখন প্রমদার মনে চিন্তা হইল। পাঠক মহাশয় কি বুঝিয়াছেন শামার ঔষধ না খাওয়ার কারণ কি? ডাক্তার আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া যাওয়ার পর, সেজ বৌ আসিয়া শামাকে চুপি চুপি বলিয়াছিল যে, "দেখ্ তুই কখনই ঐ ঔষধ খাস্ না, মেজ বৌএর মত কি আর তোর কেউ শত্রু আছে? ও তোকে মেরে ফেলবার পরামর্শ করেচে, দেখ্‌লি না ও ডাক্তারকে এখনি কাগজে কি লিখে দিলে; নিশ্চয়ই ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করে ঔষধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে।" শামা সেজ বৌকে পরম বন্ধু বলিয়া জানে, সুতরাং সে কি আর কখন তার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারে? শামা মনে করিল হবেও বা। সুতরাং যেখানকার ঔষধ সেইখানেই পড়িয়া আছে, তাহা স্পর্শও করে নাই। তার পর শামা সেজ বৌএর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে যে, এই সকল কথা পরেশ আসিলে তাহাকে বলিয়া দিবে। পাঠক! হয়ত সেজ বৌএর এই কুটিলতাপূর্ণ ভীষণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইবেন? বাস্তবিক সেজ বৌ কুটিলতার একটি প্রতিমূর্ত্তি, সেজ বৌএর দিন পরনিন্দায়, পরকুৎসায়, কুমন্ত্রণায় অতিবাহিত হয়। শামা যদিও একগুণ দুষ্ট, কিন্তু সেজ বৌএর সহিত মেশায় শতগুণ হইয়াছে। পাড়ার সকলেই এই কথা বলে যে, শামা আগে

ভাল ছিল, সেজ বৌএর কুমন্ত্রণায় পড়িয়া তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সেজ বৌ হয়ত কোন যুবতীর নিকট তাহার স্বামীর নিন্দা করিয়া তাহাদের দুইজনের বিবাদ বাধাইয়া দেয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কেহই আপনার বৌ অথবা মেয়েকে সেজ বৌএর নিকটে যাইতে দেয় না। কাহারও সুখ সমৃদ্ধি সেজ বৌএর প্রাণে সহ্য হয় না, হিংসায় বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু কাহার দুঃখ অথবা দরিদ্রতার কথা শুনিলে তাহার মনে আর আনন্দ ধরে না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নীচবংশের মেয়েকে বিবাহ করা উচিত নয়, বাস্তবিক এ কথার মধ্যে অনেক পরিমাণে সত্য আছে। নীচঘরের মেয়ে যে নীচ হয়, এস্থলে আমরা তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইতেছি। সেজ বৌএর পিতা ব্রাহ্মণ বংশের মধ্যে নীচ এবং নিজে এক জন রাধুঁনি ব্রাহ্মণ; তাঁহার যে কয়েকটি কন্যা হইয়াছে সকলকেই কিছু কিছু টাকা লইয়া তিনি বিক্রয় করিয়াছেন।

যাহা হউক প্রমদা অনেক পীড়াপীড়ির পর শামার মুখ হইতে সেই ভয়ানক কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না, অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, শামার ব্যায়ারামের বিষয়ে আমার কিছু না করিয়া পরেশকে সংবাদ দিয়া আনানই ঠিক; এই স্থির করিয়া তিনি অবিলম্বে পরেশকে সত্বর আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। এদিকে বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, ছোট বৌ সংসারের অন্যান্য কার্য্য সারিয়া রন্ধনশালায় রন্ধন করিতেছে। বড় বৌ উপরের ছাদে বসিয়া একমনে কি ভাবিতেছেন, এবং পুঁটি তাঁহার নিকট বসিয়া কি পুস্তক পাঠ করিতেছে। প্রমদা বড় বৌকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বড় দিদি তুমি কি ভাবছ।"

বড়। আর কি ভাব্‌ব, গোপালের জন্য আমার মনটা কেমন কর্‌ছে।

প্রমদা। তার আর কি হবে, লোকে লেখাপড়া শেখার জন্য দেশ দেশান্তরে যাচ্চে, তার জন্য কি ভাব্‌তে আছে? বরং এই ভাব যে, ছেলে লেখা পড়া শিখে কিরূপে মানুষ হতে পারে।

বড়। হ্যাঁ তাত বটে, শুধু কি এই ভাবনা?

প্রমদা। আর কি ভাবনা বল।

বড়। এই মেয়ে এত বড় হয়েছে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তেরতে পল্লো, আর কি বিয়ে না দিয়ে রাখা ভাল দেখায়।

প্রমদা। (পুঁটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) তুমি এখান হতে এক বার যাওত। (বড় বৌএর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ছি! বড় দিদি তোমার জ্ঞান নাই? মেয়ের সাক্ষাতে কি কখন তার বিয়ের কথা তুল্‌তে আছে?

বড়। কেন? কেন? কত মায়ে ত মেয়ের সঙ্গে বিয়ের পরামর্শ করে, তাতে দোষ কি?

প্রমদা। তাতে বিলক্ষণ দোষ আছে, তাতে মেয়ের মনে বিবাহের ইচ্ছা জাগিয়ে দেওয়া হয়। মেয়ে কি ছেলের সাক্ষাতে পিতা মাতার কখন বিয়ের কথা তোলা ঠিক নহে। আচ্ছা! তার জন্যই বা ভাবনা কি?

বড়। ভাবনার কথা বই কি? এই ভাবনায় ত রাত্রিতে আমার ঘুম হয় না, কোথায় কোন্ হতভাগার হাতে দিয়ে মেয়েকে চিরকালের জন্য জলে ফেলে দিব।

প্রমদা। এ সকল বিষয়ে মানুষের ভাবা বৃথা; কারণ যখন পরমেশ্বর সৃষ্টি করেচেন, তখন তিনিই পাত্র ঠিক করে রেখেছেন, সময়ে তিনিই জুটাইয়া দিবেন। তাঁর কাজ তিনি করিবেন, তোমার আমার ভাবনায় কি হবে?

বড়। তিনি এবারে কলিকাতা হতে ছোট দেওরের সঙ্গে কি পরামর্শ করে আসেন দেখি।

প্রমদা। একটি কথা বলি শোন না? বড়। কি কথা বল।

প্রমদা। কিছু দিন হইল প্রকাশ আমাকে এক খানি পত্রে হরিতারণের জন্য পাত্রী অনুসন্ধান করিতে লিখিয়াছিল, আমি এ বিষয়ে অনেকে ভাবিয়াছি। আমাদের এখানে কই হরিতারণের মত উপযুক্ত পাত্রী দেখি না; শেষে আমি স্থির করিয়াছি যে, পুঁটিকে হরিতারণের হস্তে সমর্পণ করিলেই ঠিক হয়। আমি অনেক দিন হইতে তোমাকে এই কথা বল্‌ব বল্‌ব ভাবছি।

বড়। সে পাত্রটি কেমন? প্রমদা। কেন তুমি ত তাকে দেখেছ, সেই খোকার ভাতের সময় এসেছিলো। আহা! তার মত ছেলে কজন আছে। যেমন বিনয়ী, তেমনি সচ্চরিত্র; আজ কাল ডাক্তারিতে বেশ উপার্জ্জন কর্‌চে, অমন পাত্র আজ কাল্‌কের বাজারে মেলা দুস্কর; পুঁটিও যাহা হোক একটু লেখা পড়া শিখেছে।

বড়। আচ্ছা! বয়স কত? প্রমদা। বয়স প্রায় ২৫।২৬ বৎসর এর বেশী কখনই না। দেখ্‌তে বেশ সুন্দর, পুঁটিও দেখ্‌তে নিন্দের নয়, দুজনে বেশ মিল্‌চে; আমি বলি এ কাজ শীঘ্রই করে ফেলাই ভাল। অবিশ্যি তুমিও ভেবে দেখ, কেবল যে আমার কথাতেই কর্‌বে তা নয়।

বড়। আমি আর কি দেখ্‌বো, তোমরা যা বল্‌বে তাই হবে।

প্রমদা। আচ্ছা। তা হলে আমি এক কাজ করি না কেন? ভাসুর সেখানে গিয়েছেন, আমিও প্রকাশকে একখানা চিঠি লিখে দি; প্রকাশ একবারে তাঁর সহিত পাকা কথা কয়ে, সব ঠিক করে ফেলবে।

বড়। তা বেশ শীগ্‌গিরি হয়ে গেলেই ভাল।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রমদার পত্র পাইয়া পরেশচন্দ্র চলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু পরেশ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শামার জ্বর আরোগ্য হইয়াছে। প্রমদা যদিও আর নিজে কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু তথাচ তিনি একবারে চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া প্রতিবাসী দুই একজন গিন্নীর দ্বারা সামান্য সামান্য ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন। শামা জানিত না যে, তাহারা প্রমদার পরামর্শে চালিত হইয়া তাহাকে ঔষধ দিতে আসিয়াছে। সেই কারণে সে তাহাদের ঔষধ সেবন করিয়াছিল। নচেৎ সেজ বৌ প্রমদার সম্বন্ধে তাহার মনে যে আশঙ্কার উদ্রেক করিয়া দিয়াছিল, তাহা এখনও তাহার মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। শামা আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু জানিত পারিল না যে এ আরোগ্য প্রাপ্তির মূল কে? পরেশ এবারে অনেক দিনের পর বাড়ীতে আসিয়াছেন। পাঠক! জানেন যে পরেশ যাত্রার দলের সহিত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাত্রাওয়ালাদিগকে বৎসরের অনেক সময় ঘরে বসিয়া খাইতে হয়; যখন তাহাদিগের মরসম্ আসিয়া পড়ে; তখন নানা স্থান হইতে বায়না আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং তখন তাহাদিগকে নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। পরেশ এতদিন ঘরে বসিয়াছিলেন, কিন্তু এবারে মরসম্ পড়াতে অনেকদিন বিদেশে ঘুরিয়া আসিয়াছেন, এবং বলা বাহুল্য যে এবারে কিছু টাকা ও কতকগুলি জিনিসপত্র উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছেন। সহজেই ত সেজ বৌএর ভূমিতে পা পড়ে না; তাহার উপর স্বামী টাকা আনিয়াছেন। সুতরাং অক্লেশেই বুঝা যাইতেছে যে, এবারে সেজ বৌএর কি অবস্থা! পরেশচন্দ্র যাত্রা করিয়া যে সকল

জিনিস পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর বস্ত্র আনিয়াছেন।

সেজ বৌ আজ বৈকালে সেই বস্ত্রের মধ্যে একখানি পরিধান করিয়া পাড়ায় বেড়াইতে গেল। সুবোধ পাঠিকে! বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, এ ভ্রমণ যাত্রার উদ্দেশ্য কি? হয়ত অনেক নারীই এরূপ স্থলে সেজ বৌএর অনুসরণ করিয়া থাকেন! কাহারও একখানি সুন্দর গহনা হইলে অথবা কাহারও স্বামী এক খানি ভাল কাপড় কিনিয়া দিলে, নারীদিগের মধ্যে অনেকেই এইরূপ একবার পাড়ায় বেড়াইয়া আসেন। সেজ বৌ প্রায় কখন কাহার বাড়ী যায় না এবং অনেকে ইচ্ছাও করে না যে, সেজ বৌ তাহাদের বাড়ী যায়। তথাপি সেজ বৌ আজ একবার বিনা দরকারে সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, সেজ বৌ! তুমি এ কাপড়খানি কোথায় পেলে?

সেজ। (যদি বলে যে স্বামী যাত্রা করে এনেছে, তাহা হইলে তাহা লজ্জার বিষয়; সেই জন্য) আমার বাপ্ কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম! দেখি দেখি! (কিছুক্ষণ দেখিয়া) এ যে পুরোণো দেখ্ছি!

সেজ। না না নূতন।

প্রথম। আচ্ছা! তোমার বাপ কি চাকরী করেন?

সেজ। (সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া) আমার মামা কিনে বাপের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েচেন।

এইরূপ আর এক বাড়ীতে সেজ বৌকে জিজ্ঞাসা করিল।

সেজ। এ কাপড় আমাদের উনি দুকুড়ি পাঁচ টাকা দিয়ে আমার জন্য কিনে এনেচেন।

দ্বিতীয়। কৈ দেখি কেমন কাপড়; ও সেজ বৌ! এ ত নূতন নয় এ যে পুরোণো! বাস্তবিক, কাপড়খানি পুরাণ; কিন্তু সেজ বৌ এইরূপ নানা স্থানে কাপড়ের সম্বন্ধে নানা পরিচয় দিয়া ঘুরে আসিল। পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সেজ বৌএর সত্য পরায়ণতা কতদূর প্রবল। পাড়ার সকল মেয়েতেই জানিত যে, সেজ বৌএর মিথ্যা বলার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে; সুতরাং সকলেই বুঝিয়া লইল যে, এ কাপড়খানি পরেশ যাত্রা করিয়া কোথায় পেয়েছে?

সন্ধ্যাবেলায় ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে পরেশচন্দ্র গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরেশ এখন গাঁজা ও মদ উভয়েরই নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন কি একজন প্রকৃত মাতাল হইয়াছেন; তাহার উপর হাতে টাকা হইয়াছে। মাতালের হাতে টাকা থাকিলে যাহা হয়, পরেশের তাহাই হইয়াছে। পরেশ অদ্যই সেজ বৌএর নিকট হইতে পাঁচটি টাকা লইয়া যাত্রার আড্ডায় বসিয়া সব শেষ করিয়া আসিয়াছেন। নিজে বেশী খাইতে পান নাই, সঙ্গীরা তাঁহাকে দুই এক পাত্র দিয়া আপনারা সব খাইয়া ফেলিয়াছে। পরেশ গৃহে আসিয়া বসিবামাত্র সেজ বৌ শামাকে ডাকিয়া দুই জনে গিয়া পরেশের নিকট বসিল। সেজ বৌ একে একে প্রমদা, বড় বৌ, ছোট বৌ, পুঁটি, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি সকলের বিরুদ্ধে যত কিছু বলিবার সমস্ত বলিতে লাগিল। শামা সেজ বৌএর সকল কথাতেই হ্যাঁ দিয়া যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, সেজ বৌএর সকল কথাগুলিই মিথ্যাজালে জড়িত। তৎপরে প্রমদা যে শামাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও বলিল। লোকে যে বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, তাহা সেজ বৌএর বুদ্ধিতেই অনেক পরিমাণে জানা যাইতেছে। এই সকলের পর পরেশচন্দ্র যে অধম পুরুষ

নন, অনায়াসে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে পারেন, একথাও বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিল এবং উপসংহার কালে পৃথক হওয়াই যে শ্রেয়স্কর তাহা ভাল করিয়া পরেশের মনে মুদ্রিত করিয়া দিল। পরেশচন্দ্র একে স্পিরিট খাইয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর এই কথা শোনাতে আরও স্পিরিট বাড়িয়া গেল, তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন "উঁ! এত বড় আস্পর্দ্ধা; আমার পরিবারের প্রতি এত অত্যাচার, বিষ খাওয়ায়ে মার্তে চায়?" সেজ বৌ বলিতে লাগিল "চুপ্ চুপ্ ও সকল কথা আর গোল করে কি হবে?"

পরেশ। দাদার সঙ্গে কালই একটা বোঝাপারা করে নিচ্চি; শামা! দোয়াত কলমটা দেত, ঘরে কি কি জিনিস আছে দেখি খ

সেজ। এখন থাক, ছোট দেওর আর ভাসুর দুজনে ঘরে না থাক্‌লেত হবে না।

পরদিন প্রাতেই হরিশ্চন্দ্র কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, প্রকাশচন্দ্র প্রমদার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই দাদার সহিত হরিতারণের বিবাহ বিষয়ে পরামর্শ ঠিক করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ইতিমধ্যেই হরিতারণকে দেখিয়া বিবাহের সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া আসিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া পরেশকে খোঁজ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াই যাত্রার দলে চলিয়া গিয়াছেন। এবং সেই অবধি এখনও বাড়ীতে আসেন নাই। হরিশ্চন্দ্র অপরাহ্ণে বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন এমন সময়ে পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই বলিলেন "দাদা! আপনি বাড়ীতে থাকেন, আর আমার পারিবারের প্রতি এত অত্যাচার হয়?" হরিশ্চন্দ্র ত অবাক! তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এতদিন পরে ভাইএর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কত শিষ্টালাপ হইবে? না একি ব্যাপার! হরিশ্চন্দ্র সে কথায়

কোন উত্তর দিলেন না এই জন্য যে, তিনি দেখিলেন পরেশের মুখ হইতে মদের গন্ধ বাহির হইতেছে; সুতরাং এরূপ অবস্থায় যদ্যপী উত্তর দেন, তাহা হইলে হয়ত বেশী রাগারাগি হইতে পারে। পরেশ পুনরায় বলিলেন "এই বুঝি আপনাদের বিচার, এক সংসারের মধ্যে থেকে আমার স্ত্রী পুত্রকে খেতে দেওয়া হয় না; আর না, আজিই যা হয় একটা করে দিন।" হরিশ্চন্দ্র কেবলমাত্র বলিলেন "আচ্ছা তাই হবে।" পরেশ বড় দাদার সহিত যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত পূর্ব্বে কথা কহিতেন, আজ আর সেরূপ ভাব নাই। কথা বলিবার সময় দুই একটা বেছুট কথাও বলিয়া ফেলিলেন। হরিশ্চন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যসত্যই পরেশের দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে। তিনি আরও ভাবিয়া দেখিলেন যে এ পরিবারের আর মঙ্গল নাই। প্রবোধের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই এই সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, তবে মেজ বৌএর হাতে সংসারের ভার; তাই এতদিন কিছু হইতে পারে নাই। নচেৎ অন্য মেয়ের হাতে পড়িলে এ সংসার এতদিন ছারখার হইয়া যাইত। এই সকল বিষয় ভাবিয়া হরিশ্চন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বাস্তবিকই পরেশের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। পরেশের দুর্ব্বুদ্ধির প্রধান কারণ সেজ বৌএর গৃহভেদী কুপরামর্শ, দ্বিতীয়তঃ—যাত্রারদলের নীচ লোকের সহিত মিশিয়া পরেশ অনেক পরিমাণে নীচ হইয়াগিয়াছেন, তৃতীয়তঃ—সকলে অনিষ্টের মূল মদ্যপান পরেশ অবলম্বন করিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

এদিকে হরিতারণের বিবাহের সংবাদ কলিকাতার বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। হরিতারণের ভাবী শ্বশুর আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছেন, দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার বিবাহ হইবে এই কথা লইয়া হরিতারণের বন্ধুদিগের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে। অদ্য সন্ধ্যাকালে প্রকাশচন্দ্রের তালতলার বাসায় অনেকে আসিয়া মিশিয়াছেন। সকলেই আসিয়া প্রকাশচন্দ্রকে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করেন যে "হরিতারণ বাবুর বিয়ে নয়?" বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে হরিতারণের সহপাঠী। পাঠক! হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে হরিতারণের বিবাহ লইয়া ইহাঁদের এত আন্দোলন কেন? বিবাহত সকলেরই হয়; তবে ইহাঁর বিবাহেতেই বা এত গোল কেন? এ আন্দোলনের দুইটি কারণ আছে; প্রথম কারণ হরিতারণ বাবুর বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে জানিতেন যে তিনি বিবাহ করিবেন না; বাস্তবিকও তিনি সময়ে সময়ে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কারণ হরিতারণের কথায় তাঁহাদের কাহার কাহার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি যদ্যপী বিবাহ করেন, তবে হয় বিধবা বিবাহ করিবেন, নয় ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহ করিবেন। হরিতারণ বাবুর বিধবাবিবাহের প্রতি কেন ইচ্ছা ছিল, বুদ্ধিমান্ পাঠক! বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছেন। সুতরাং এখন হরিতারণের বিবাহের কথা শুনিয়া তাঁহাদের আশ্চর্য্য হওয়াত সম্ভব। আমরাও জানি হরিতারণের বিবাহ বিষয়ে এইরূপ মত ছিল, অল্পদিন হইল তাঁহার এরূপ মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ মত পরিবর্ত্তনেরও দুটি কারণ আছে;—প্রথমতঃ হরিতারণ বাবু কিছু নিরীহ ও ভীরুপ্রকৃতির লোক; যদিও তাঁহার অনেক দিন হইতে

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ, কিন্তু তিনি এই জন্যই এতদিন প্রকাশ্য-রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বিধবা-বিবাহ অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহ উচিত বোধ থাকিলেও করিতে সাহসী হন নাই। দ্বিতীয়তঃ—হরিতারণের ইহসংসারে আর কেহই নাই, কেবল একমাত্র বৃদ্ধা পিশীমা আছে, সেই পিশীমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তিনি হরিতারণের একটি বৌ দেখিয়া যান, হরিতারণের বৌএর জন্যই যেন তাঁহার স্বর্গের দরজা বন্ধ রহিয়াছে। পিশীমার জেদ অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণ এবং ইহার উপর প্রিয়বন্ধু প্রকাশচন্দ্রের অনুরোধে তিনি বিবাহে প্রস্তুত হইয়াছেন। বন্ধুগণ বিবাহ লইয়া প্রকাশচন্দ্রের বাসায় বসিয়া এইরূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন সময় হরিতারণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে বন্ধুদলের মধ্যে এক মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

প্রথম বন্ধু। কি হরিতারণ বাবু! আপনার প্রতিজ্ঞা এখন কোথায় রইলো?

দ্বিতীয় বন্ধু। বলি, বিধবা-বিবাহ কর্ব্বে বলেছিলে নয়?

হরিতারণ। প্রতিজ্ঞার জোর আর কি সকল দিন সমান থাকে? অবস্থা ঘটিলে প্রতিজ্ঞা আপনাপনি চলিয়া যায়।

তৃতীয় বন্ধু। বলি, বিবাহত কর্ব্বে এখন আমাদের কি খাওয়াবে বল দেখি?

হরিতারণ। যা খেতে ইচ্ছা করেন, তাই খাওয়াব।

চতুর্থ বন্ধু। বলি, আপনি নয় ব্রাহ্মমতে বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছিলেন, তার কি হলো?

দ্বিতীয়। আর ব্রাহ্মমতে বিবাহ করে না, কোন্ জেতের মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে হ'ত তার ঠিক নাই।

তৃতীয়। না ভাই, কেউ যেন কখন ব্রাহ্মমতে বিয়ে না করে, বিশেষতঃ আমাদের মত গরিবের ছেলের ব্রাহ্মমতে বিবাহে কাজ নাই।

চতুর্থ। কেন বলত, তাদের অপরাধ কি?

তৃতীয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর মেয়েদের যে ফ্যাসন্, ওদিগে বিয়ে করে ফ্যাসনের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। আমরা গরিবের ছেলে অত টাকা কোথায় পাব?

প্রথম। আচ্ছা! ও সব চুলোয় যাক্ এখন বিয়েটা হলো কবে?

হরিতারণ। আর বোধ হয় দুই সপ্তাহমাত্র আছে।

দ্বিতীয়। তবে খাওনোটা কবে হবে, বিয়ের পূর্ব্বে না পরে?

প্রথম। পরে হলেই ভাল হয়। সকলে। আচ্ছা, তাই বেশ।

এখন বিবাহ উপলক্ষে হরিতারণের কোন্ কোন্ বন্ধু যাইবেন, তাহা লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল। শেষ স্থির হইল যে তাঁহার সহিত দশজন বন্ধু যাইবেন; তাঁহারা বিবাহের এক দিন আগে হরিতারণকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশচন্দ্রের গ্রামের ভিন্ন পাড়ায় এক বাড়ীতে আসিবেন এবং তথা হইতে বিবাহ রাত্রিতে কন্যাকর্ত্তাদের বাড়ীতে যাইবেন। অর্থাৎ তাঁহারা যেন বরপক্ষীয় হইয়া যাইবেন। এইরূপ স্থির হইলে প্রকাশচন্দ্র তদনুসারে বন্দোবস্ত করিবার জন্য দাদাকে বাড়ীতে পত্র লিখিতে গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কোথাকার আশা কোথায় আসিয়া পরিণত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কোথায় হরিতারণের বিবাহের সূত্র সঞ্চারিত হয়, এবং কোথায় আসিয়া আজ তাহার শেষ হইতেছে; পাঠক একবার তাহা নিবিষ্টমনে ভাবিয়া দেখুন। প্রমদা হরিতারণকে ছোট ভাইএর মত দেখিতেন, হরিতারণের বিবাহে তাঁহার যার পর নাই আনন্দ; কিন্তু বামার কথা স্মরণ হওয়ায় মনে এক এক বার ক্লেশ হইত। যাহা হউক কালেতে সকলই লয় পাইয়া যায়, কালস্রোতে সে ভাবও প্রমদার মন হইতে চলিয়া গিয়াছে। অদ্য হরিতারণের বিবাহের দিন, প্রমদা অতি প্রত্যূষ হইতে ব্যস্ততার সহিত ফিরিতেছেন। কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি এত কার্য্যের ভিতরেও আপনার নিত্য অনুষ্ঠান সকল করিতে বিস্মৃত হন নাই। প্রতিদিন যে সময়ে যে কার্য্য করেন, তাহা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকিলে কেহ আপনার জীবনকে এরূপভাবে চালাইতে পারে না। প্রমদা সাক্ষাৎভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সকল কার্য্যেরই তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কাহার আহার হইল কি না? কে কোন্ কার্য্য করিতে পারিল কি না? কাহার রন্ধন কি প্রকার হইল? অমুককে নিমন্ত্রণ করা হইল কি না? এ সকলই তিনি দেখিতেছেন। লোকে প্রমদার কার্য্যশৃঙ্খলা ও বহুদর্শিতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিল। প্রকাশচন্দ্র প্রাতঃকালে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র বাহিরে বসিয়া লোকজনকে আহ্বান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকাল অতীত প্রায়, বাড়ীর সকলেই আহারে বসিল, ইতিমধ্যে প্রমদা একটু অবকাশ পাইয়া আপনার রন্ধনের যোগাড় করিয়া লইয়া আহারে বসিলেন।

পাঠক মহাশয়! পূর্ব্ব হইতেই জানেন যে প্রমদা বৈধব্যব্রত অবলম্বনের পর হইতে কাহারও হস্তে আহার করেন না।

অপরাহ্নে নিমন্ত্রিত রমণীগণ আসিয়া কেহ বিবাহমণ্ডপ সাজাইতে লাগিল, কেহবা পাত্রীকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল, এইরূপ এক একজন এক এক কার্য্য করিতে লাগিল। এস্থলে পাঠকদিগের নিকট পাত্রীর কিছু পরিচয় দান আবশ্যক। পাত্রীকে লোকে ছেলেবেলা হইতে পুঁটি পুঁটি বলিয়া ডাকে, কিন্তু তাহার যথার্থ নাম পুঁটি নহে ;—শৈলবালা। পুঁটি হরিশ্চন্দ্রের বড় মেয়ে, বয়স ত্রয়োদশে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে গাত্রের বর্ণ খুব সুন্দর নহে,—শ্যামবর্ণ, কিন্তু অঙ্গ সৌষ্ঠব ও মুখের গঠন অতি চমৎকার। পল্লীগ্রামের অপরাপর মেয়েদের মত পুঁটি যে কিছু লেখা পড়া জানে না, তাহা নহে ; পুঁটি চারুপাঠ, ভুগোল প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়াছে, বলা বাহুল্য এ কেবল প্রমদার যত্নেই হইয়াছে। সে মেজো কাকীর ভারি অনুগত, প্রমদাও তাহাকে খুব ভাল বাসে। সে প্রমদার নিকট বাল্যকাল হইতে শিক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহার স্বভাব কিরূপ হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র এতদিন আপনার এই প্রিয়তমা কন্যাকে সুযোগ্য পাত্রে অর্পণ করিবার জন্য চিন্তিত ছিলেন। এতদিনে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল। গ্রামস্থ প্রায় সকলেই আসিয়া এ বিবাহে যোগ দান করিয়াছে। প্রমদা নিমন্ত্রিত রমণীগণের মধ্যে কে আসিয়াছে, কে না আসিয়াছে, তাহা হিসাব করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলেন যে, সকলেই উপস্থিত ; কেবল শামা ও সেজ বৌ নাই। তখন প্রমদা এ দুজনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল যে আমরা শামা ও সেজ বৌকে সকাল হইতে এখানে দেখি নাই। বাস্তবিকও তাহারা সকাল হইতে আসে নাই। প্রমদা

তখন ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের ঘরে গেলেন। গিয়া দেখেন যে, তাহারা দুইজনে মাদুর বিছাইয়া কড়ি খেলিতেছে।

প্রমদা। কই তোমরা যাওনি যে, ওমা, সেকি! তোমদেরই সব, তোমরা গিয়ে কোথায় কাজ কর্ম্ম কর্ব্বে, না একি! চল চল।

সেজ। কোথা যাব, আমরা ও বিয়েতে যেতে চাই না। এতদিন শত্রুতা সেধে এখন কি না আত্মীয়তা দেখান।

প্রমদা অপমানিত হইলেন, কিন্তু তিনি সহজে ছাড়িবার লোক নন্; অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, কিছুতেই তাহারা উঠিল না। তখন প্রমদা মনে মনে দুঃখিত হইয়া চলিয়া আসিলেন। তিনি গোপনে প্রকাশকে ডাকিয়া এই সকল কথা বলিলেন। প্রকাশ বলিলেন—"তার আর কি হইবে; আমাদেরত আর কোন অপরাধ নাই। সেজ দাদাকেও সকাল হতে দেখ্ছি না; শুনিতেছি যে তিনিও নাকি বিবাহে যোগ দিবেন না।" এই বলিয়া প্রকাশচন্দ্র চলিয়া গেলেন এবং পরেশকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে বিবাহমণ্ডপ আলোকমালায় সজ্জিত হইল। প্রকাশচন্দ্র বরকে আনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ওদিকে হরিতারণ বন্ধুবান্ধবের সহিত সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত আছেন, কিছুক্ষণ পরে সকলেই মহা সমারোহে বিবাহক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুভলগ্নে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল; হরিশ্চন্দ্র কন্যাকে সুযোগ্য বরে সম্প্রদান করিলেন, দুই নদী একত্রে মিলিত হইল। সকলেই বিবাহে পরম আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিল। বিবাহের পর রমণীরা হরিতারণকে বাসর ঘরে লইয়া গেল; প্রকাশচন্দ্র বাহির বাড়ীতে নিমন্ত্রিতদিগকে আহারে বসাইলেন। প্রমদা এদিকে বাড়ীর ভিতরে নিমন্ত্রিত মহিলাদিগকে আহার করাইতে লাগিলেন। এইরূপে

হরিতারণের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কেবল শামা সেজ বৌ এবং পরেশ এই তিনজন বিবাহে যোগদান করে নাই। শেষে শুনা গেল যে পরেশ নাকি আহারের সময় একবার মাত্র আসিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিতারণের বন্ধুবর্গ দুই এক দিনের মধ্যে সকলেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। হরিতারণ শ্বশুর ও প্রমদার বিশেষ অনুরোধে সপ্তাহকাল থাকিয়া সস্ত্রীক কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, হরিশ্চন্দ্র ও বড় বৌ পুঁটিকে বিদায় কালে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রমদা সে সকল কিছু করেন নাই; কিন্তু স্বামীর সংসারে কিরূপে থাকিতে হয়, স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই সকল বিষয়ে পুঁটিকে অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রতিবাসিনী সকলেই বড় বৌকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল; কারণ তিনি অদৃষ্টগুণে সৎপাত্রে কন্যাদান করিয়াছেন।

যাহাহউক এদিকে পরেশ সেজ বৌএর কুচক্রে পড়িয়া পৃথক হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদিন হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এখন তাঁহারা দুইজনেই উপস্থিত, সুতরাং আর কালবিলম্ব করা উচিত নয় মনে করিয়া পরেশ অদ্য প্রাতে গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোককে ডাকিয়া আনিয়াছেন। এবং তাঁহাদিগের নিকট বড় দাদা ও প্রকাশকে উপস্থিত করিয়া পৃথক হওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন! ওদিকে সেজ বৌ আস্তে আস্তে বৈঠকখানার কুঠুরির ভিতর গিয়া বসিল কে কি বলে শুনিবার জন্য। উপস্থিত ভদ্রলোকেরা পরেশের এই অসম্ভাবিত কথা শুনিয়া সকলেই বিরক্তির সহিত বলিলেন, "তুমি কি এই কাজের জন্যই আমাদিগকে ডাকিয়া আনিলে? ছি ছি একি কথা! তোমরা তিন ভাই কেমন মিলেমিশে সংসার কর্ব্বে, আমরা দেখে সুখী হব, না একি!" কেহ বলিলেন, "পরেশ তুমি কি যাত্রারদলে মিশে অধঃপাতে গেলে।" পরেশ এই কার্য্যে

দৃঢ় সঙ্কল্প, সুতরাং বলিয়া উঠিলেন আপনারাত জানেন না, ভিতরের খপর কি? হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশ তাঁহারা দুইজনে বৈঠকখানার একধারে বসিয়া সকল শুনিতেছেন। পরেশের এই কথা শুনিয়া মধ্যস্থদিগের মধ্যে একজন বলিলেন "তুমি ওকি কথা বলিতেছ? হরিশের মত এমন দাদা আর প্রকাশের মত এমন ভাই তুমি কোথায় পাবে? বিশেষ মেজ বৌএর মত বৌ যে সংসারে আছেন; সেখানে আবার ঝগড়া বিবাদ কি?" পরেশ বলিলেন "আপনারাত ঘরে থেকে দেখেন নাই কে কেমন লোক।" আর একজন মধ্যস্থ বলিলেন "পরেশ তুমি বুঝি পাগল হয়েছ;" তখন নির্ব্বোধ পরেশ কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া সেজ বৌএর শেখান কথা সকল একে একে বলিতে উদ্যত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন যে অবস্থা বড় ভাল নয়, তিনি ভাবিলেন যে, যে সকল কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেছে, যদিও সে সকল সম্পূর্ণ মিথ্যা; তথাচ ইহাঁদের নিকট সেই সকল বলাতে হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে, হবেও বা ইহাদের সংসারের মধ্যে এইরূপ হয়। সুতরাং পরেশকে তৎকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন যে "আচ্ছা! তুমি যা বলছ তাই হবে; তার এত বকাবকি কেন?" তাঁহার এ কথা বলার একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে পরেশ সেই সকল সেজ বৌএর শেখান কথা বলিতে ক্ষান্ত হয়। তিনি আরও ভাবিয়াছিলেন যে এখন ইহাকে কোন রূপে নিরস্ত করিয়া পরে অন্য সময় নির্জ্জনে ডাকিয়া যাহাতে স্থিরভাবে বোঝে তাহা করা যাইবে। যাহাহউক হরিশ্চন্দ্র ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের কথায় পরেশ চুপ করিলেন। সকলে চলিয়া যাওয়ার পর হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশ দুইজনে বসিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন যে পরেশকে এ বুদ্ধি কে দিল? তাঁহারা এখন কি করা উচিত এ বিষয়ে কিছু স্থির না করিয়া মেজ বৌএর সহিত পরা-

মর্শ করিতে গেলেন। তাঁহারা প্রমদার সহিত অগ্রে পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। প্রমদা পূর্ব্ব হইতেই সকল ঘটনার কথা জানিতেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশ সংসারের প্রকৃত অবস্থার কথা কিছু বুঝিতে পারিলেন, যদিও তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু জানিতেন, কিন্তু এত জানিতেন না। প্রমদা বলিলেন যে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে পরেশকে কখনই ফেরান যাইবে না; তবে চেষ্টা করিয়া যতদূর পারা যায়। তিনি বলিলেন যে "আমি আজ বৈকালে সেজ বৌ ও শামাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিব, আপনারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখুন, যদি না শোনে তবে আর আমদের অপরাধ কি?"

তাহারা দুই জনে এইরূপ করাই স্থির মনে করিয়া স্নান আহার করিতে চলিয়া গেলেন। আহারের পর অপরাহ্নে প্রমদা শামা ও সেজ বৌকে তাহাদের ঘরে ডাকিয়া লইয়া বসিলেন। প্রমদা কত বলিলেন বুঝাইতে লাগিলেন, কিছুতেই সেজ বৌএর মন মানিল না। প্রমদা বলিলেন তুমি যেরূপে সংসার চালাইতে ইচ্ছা কর, সেইরূপে চালাও, তুমি সংসারের কর্ত্রী হও, হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, সেজ বৌ কিছুতেই রাজি নয়। তিনি আরও বলিলেন যে আমি অথবা বড় বৌ এখান হইতে চলিয়া গেলে যদ্যপী সন্তুষ্ট হও, তবে আমরা তাই করিতেছি; কিন্তু তুমি কখন এরূপ কাজের উদ্যোগ করিও না। কিছুতেই সেজ বৌএর মন ফিরিল না, প্রমদা তখন নিরুপায় হইলেন। মনে ভাবিতে লাগিলেন যে ইহারা নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিতেছে। তার পর প্রমদা প্রতিবাসিনী নারীগণের মধ্যে যাহারা বয়সে প্রবীণ এবং মান্যগণ্য; তাহাদিগকে বলিয়া তাহাদিগের দ্বারা সেজ বৌকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, সেজ বৌ তাহাদি-

গের কুথাতেও কর্ণপাত করিল না। এদিকে হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশ পরেশকে ডাকিয়া তিন চারি দিবস ক্রমাগত নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু পরেশও কিছুতেই বুঝিলেন না। তাঁহারা গ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বয়স্ক লোকদিগের দ্বারা কত বলাইলেন, কত বুঝাইতে লাগিলেন, পরেশের যাহারা বন্ধু তাহাদিগের মধ্য দিয়াও পরেশ যাহাতে বোঝে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বুঝিবার জন্য কতদিন সময় দিলেন, কিছুতেই পরেশের দুর্ম্মতি ফিরিল না। কিছুতেই তিনি আর দাদার সহিত একত্রে থাকিতে প্রস্তুত নন্। গ্রামশুদ্ধ লোক তখন নিরুপায় হইল। স্ত্রীলোকের কুপরামর্শে ও কুচক্রে যে সংসার নষ্ট হয়, তাহা আমরা এস্থলে বিলক্ষণ দেখিতেছি। স্ত্রীর দুষ্টবুদ্ধি যে পুরুষের হাড়ে হাড়ে একবার প্রবেশ করে, সে পুরুষের অধঃপতন অনিবার্য্য। এইরূপে অনেক নির্ব্বোধ কাপুরুষ স্বামী স্ত্রীর কুপরামর্শে চালিত হইয়া নিজের সংসারকে ছারখার করিতে বসে এবং আপনার অমঙ্গল আপনি ডাকিয়া আনে। কিন্তু কুটিল-হৃদয় স্ত্রীর ক্ষমতা অপেক্ষা যদি তাহার স্বামীর ক্ষমতা প্রবল হয়, অর্থাৎ স্বামী যদ্যপী বিচক্ষণ চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক হন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা ক্রমে তাঁহার পত্নীর স্বভাবও সংশোধিত হইতে পারে। এই জন্যই এদেশের ঋষিরা ধার্ম্মিক পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যদ্যপি পরেশচন্দ্রের মত স্বামী হয়, তাহা হইলে তাহারা তিন দিনের মধ্যে ভেড়া করিয়া ফেলে; পরেশচন্দ্রের তাদৃশ অভিজ্ঞতা, চরিত্র বল ও ধর্ম্মবল নাই। যা কিছু ছিল, সে টুকুও যাত্রারদলের সহিত মিশিয়া লোপ পাইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা সেজ বৌএর দুষ্টাভিসন্ধি ও কুটিলতা সংশোধিত না হইয়া বরং সে সকল পরেশের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। সেজ বৌ যাহা বলে, পরেশ তাহাই

করেন, যে পথে চলিতে বলে সেই পথেই চলেন। পরেশের অবস্থা এখন এই প্রকার। অনেক দিন যাবৎ সেজ বৌ পৃথক হওয়ার পরামর্শ নানা কৌশলে পরেশকে পাখী পড়ানর মত বুঝাইয়াছে; মূর্খ পরেশ তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে পরেশকে প্রতিনিবৃত্ত করা একরূপ অসাধ্য। পরেশচন্দ্রের পৃথক হওয়ার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে, সেটিও আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। যাত্রারদলের অধিকারী রামজয় মুখুজ্যেও পরেশকে দাদার সহিত পৃথক হইবার জন্য অনেক দিন হইতে পরামর্শ দিয়া আসিতেছে। রামজয় মুখুজ্যে তত ভাল লোক নয়, তাহার ইচ্ছা যে, সে সর্ব্বদা পরেশের বাড়ীতে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করে, গীতবাদ্য করে; কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের সহিত একত্র থাকায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। সেই জন্য সে অনেক সময় পরেশকে স্বতন্ত্র হইবার পরামর্শ দিত। পরেশ সেজ বৌএর পরামর্শে একরূপ স্থির করিয়াছিলেন, তাহার উপর তাঁহার প্রভুর পরামর্শ; সুতরাং তিনি এ কার্য্যে আরও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্র গোলমাল করিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ কাটাইয়া দিলেন; পরেশকে কোনমতেই নিবৃত্ত না দেখিয়া অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া প্রকাশ ও মেজ বৌএর সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক পরেশকে এক দিন প্রাতে ডাকিয়া বলিলেন যে, "দেখ! ইহার জন্য আর মধ্যস্থ ডাকাডাকির দরকার কি? তোমার যা লইতে ইচ্ছা হয়, তাই লও, আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। আমরা তোমার সহিত সামান্য জিনিসপত্র লইয়া আর কি ভাগাভাগি করিব।" তখন সেজ বৌ আসিয়া এজিনিসটা আমাদের ওজিনিসটা আমাদের বলিয়া যাহা যাহা ইচ্ছা হইল বাহির করিয়া লইল। পরেশের ইচ্ছা যে তিনি বৈঠকখানার বাড়ীটা লন; হরিশ্চন্দ্র তাহাই দিলেন। এদিকে প্রমদা, প্রকাশ, বড় বৌ,

ছোট বৌ সকলে মিলিয়া শামাকে বুঝাইতে লাগিল তাহাদিগের সহিত এক সংসারে থাকিবার জন্য, শামা কিছুতেই শুনিল না। তার নিতান্ত জেদ যে, সে সেজ দাদার সঙ্গে একত্রে থাকে। সুতরাং শামা, সেজ বৌ, পরেশ ও তাঁহার একটি ছেলে পৃথক হইয়া সেই বৈঠকখানার ঘরে বাস করিতে লাগিল। এক সংসার এতদিনের পর দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পরেশ বৈঠকখানার বাড়ীতে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইল, প্রাচীর দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যেন আর এদিকের সহিত কোন সংস্রব না থাকে, গ্রামের সকলেই বুঝিতে পারিল যে এঘর ভাঙ্গার মূল সেজ বৌ। প্রমদার মন অত্যন্ত দুঃখিত হইল, কিন্তু সেজ বৌ ও শামার আনন্দের সীমা নাই। প্রকাশচন্দ্র সংসারের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত অন্তরে দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরিশ্চন্দ্রের বয়স প্রায় চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, তিনি আর শেষ দশায় পরের দাসত্ব করিতে ইচ্ছা করেন না; সেই জন্য কয়েক দিন হইল জমীদারের কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। প্রকাশের আয় উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, সুতরাং তাঁহার আর কর্ম্ম না করিলেও চলে। হরিশ্চন্দ্র জীবনের শেষ অবস্থাকে কিছু ভাল ভাবে কাটাইবার জন্য কিছুদিন হইল গঙ্গাতীরে এক বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে বাস করিতেছেন। তিনি সেই স্থানে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া একমনে পূজা আহ্নিক সাধন ভজন প্রভৃতি পারমার্থিক কার্য্যে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকেন। কিছুদিন হইল বড় বৌ পিতার মৃত্যু উপলক্ষে মাতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পিতার কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল; এবং সন্তানসন্ততির মধ্যে একমাত্র সেই কন্যা। সুতরাং বড় বৌএর মাতা তাঁহাকে আপনার কাছেই রাখিয়াছেন। এই কারণে বড় বৌ সেই অবধি মাতার নিকটেই আছেন। গোপাল কলিকাতায় পড়িতেছে, পুঁটি স্বামীর নিকট কলিকাতায়, কেবল একমাত্র ক্ষেমি তাঁহার নিকট আছে। বাড়ীতে কেবল প্রমদা ও ছোট বৌ এবং তাহাদের দুই জনের দুই সন্তান। ছোট বৌএর সেই অবধি একটি বই সন্তান হয় নাই। প্রমদার সন্তানটি এখন বড় হইয়াছে, তবে প্রকাশের ছেলে অপেক্ষা কয়েক মাসের ছোট। তাহারা দুই ভাইএ গ্রামের স্কুলে পড়িতে যায়, তাহাদের দুই জনের মধ্যে ভারি ভালবাসা। বাড়ীতে কেবল একটিমাত্র চাকর, ছোট বৌ রন্ধন প্রভৃতি সংসারের কাজকর্ম্ম করে; প্রমদার পূজা আহ্নিকেই দিনের অনেক সময় চলিয়া যায়। সেজ বৌ ও শামা এদিকে একবার আসে না, প্রমদা আপনা হইতে তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে গেলেও ভাল করিয়া কথা বলে না।

এইরূপে তাহাদিগের সংসার চলিতেছে, এমন সময়ে একদিন প্রমদার মাতার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত, বাঁচেন কি না সন্দেহ। এদিকে সংসারে কেহই নাই, একমাত্র ছোট বৌ। কিন্তু তিনি কি করেন, মাতার ব্যায়ারামের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; বাড়ীর কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া লোক সমভিব্যাহারে মাতার নিকট চলিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন যে, মাতা মুমূর্ষু শয্যায় শায়িত; পীড়া বড় কঠিন, একে বৃদ্ধাবস্থা তাহাতে বহুদিনের উদরাময় ও জ্বর,—বাঁচা সঙ্কট। প্রমদার মামারা নিতান্ত হীনাবস্থার লোক ছিলেন না, তাঁহারা যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হয় নাই বরং উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। প্রমদা মাতার শয্যার পার্শ্বে দিনরাত বসিয়া সেবা করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, মাতাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করান। এই স্থির করিয়া তিনি প্রকাশকে একখানি পত্র লিখিলেন। প্রকাশ প্রমদার পত্র পাইয়া তাঁহার মাতাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। প্রমদা অবিলম্বে মাতার চিকিৎসার্থে সঙ্গে ছোট মাসী ও বাড়ীর একজন চাকরকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। প্রকাশ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগের জন্য ইষ্টেশনে গাড়ী ও লোক ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহারা ট্রেণ হইতে নামিয়া প্রকাশের লোকের সঙ্গে গমন করিলেন। প্রকাশ নিজের জন্য পটলডাঙ্গায় যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই বাড়ীতেই প্রমদার মাতার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের গাড়ী কিছুক্ষণ পরে সেই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রকাশচন্দ্র কলিকাতার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ডাক্তার; সুতরাং

প্রমদার মাতাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কথায় সন্ধ্যাকালে অনেক ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে হরিতারণ ও পুঁটি আসিয়া উপস্থিত হইল। পুঁটির মেজ কাকীকে দেখিয়া আর আনন্দ ধরে না। সে প্রমদাকে ধরিয়া বসিল, এবং হরিতারণকে ডাকিয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইল যে, মেজ কাকী এখানে যত দিন থাকিবেন, সেও ততদিন মেজ কাকীর কাছেই থাকিবে। ডাক্তারেরা সকলে মিলিয়া মনোযোগের সহিত রোগ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সকলে এক পরামর্শ হইয়া স্থির করিলেন যে, রোগের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা বড় আশাজনক নয়; তবে এরূপ অবস্থায় ডাক্তারি চিকিৎসা অপেক্ষা কবিরাজী মতে চিকিৎসা করানই ভাল। তৎক্ষণাৎ একজন ভাল কবিরাজ মনোনীত হইল; তিনি দুই বেলা আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন বা রোগের হ্রাস হয় কখন বা বৃদ্ধি হয়। প্রমদা প্রায় সর্ব্বদা মায়ের নিকট বসিয়া থাকেন। এই কারণে পূজাহ্নিক প্রভৃতি কার্য্য তিনি আর নিয়মমত করিতে পারেন না, নাই পারুন তাহাতেই বা কি? তিনি পূজাহ্নিক অপেক্ষাও মাতার সেবাকে এখন অধিকতর মূল্যবান বলিয়া বোধ করিয়াছেন। স্নান করিবার সময় পুঁটি আসিয়া প্রমদাকে স্নান করাইতে লইয়া যায়, আহারের সময় লইয়া গিয়া আহার করায়। পুঁটি যেন প্রমদারই কন্যা; বাস্তবিক সে মা অপেক্ষা প্রমদাকেই বাল্যকাল হইতে ভাল বাসিত প্রমদাও তাহাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। কবিরাজ আসিলে প্রমদা প্রতিদিন তাঁহাকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করেন, আজ উঠিয়া যাইবার সময় কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবিরাজের মুখের ভাব দেখিয়া ভাল বোধ হইল না, সেইজন্য তিনি বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "অবস্থা বড় ভাল নহে, বড় জোর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, প্রমদার মুখ বিষণ্ণ

হইল, দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। শেষে ভাবিলেন আমি ভাবিয়াই বা কি করিব, ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। প্রমদা মাতার আসন্ন মৃত্যুর কথা কিন্তু প্রকাশ ভিন্ন আর কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যতই বেলা অবসান হইতে লাগিল, ততই প্রমদার মাতার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। তখন প্রকাশচন্দ্র, হরিতারণ ও কতিপয় বন্ধু মিলিয়া বেলা চারিটার সময় তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। প্রমদা মাতার নিকট বসিয়া মধ্যে মধ্যে দুধ ও গঙ্গাজল মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, মাতাকে ধর্ম্মের কথা, কত দেবতাদিগের কথা শুনাইতে লাগিলেন। ক্রমে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন যাহাকে যাহা বলিবার তাহাকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, প্রমদার মস্তকে হস্ত দিয়া অস্ফুটস্বরে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং তাঁহার ছোট ভগিনীর নিকট যে এক হাজার টাকা ছিল তাহা প্রমদাকে দিতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্বাস সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া প্রাণবায়ু অনন্ত আকাশে মিশাইয়া গেল। প্রমদার ছোট মাসী তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিল, প্রকাশের বন্ধুরা প্রমদার মাতাকে সৎকারার্থ শ্মশানে লইয়া গেলেন, তাঁহারা গঙ্গা স্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শামা ও সেজ বৌ এসংসারে থাকিতে কিছুই করিত না, কিন্তু এখন তাহারা নিজের সংসার বুঝিয়া প্রাণপণে খাটিতেছে। পৃথক হইয়া অবধি কি সেজ বৌ কি শামা একবারও এদিকে পদার্পণ করিত না। কিন্তু প্রমদা গিয়া মধ্যে মধ্যে দেখিয়া আসিতেন কিরূপে তাহাদের চলিতেছে। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি প্রায়ই পরেশের বাড়ীতে যান, কিন্তু পরেশের ঘর প্রায় সর্ব্বদা যাত্রারদলের লোকে পূর্ণ থাকে; সেই জন্য তিনি অনেক সময় যাইতে পারেন না। প্রমদার উদার মন একজন অপরিচিত পরকেও আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, সুতরাং তাঁহার নিকটে যদিও পরেশচন্দ্রের সংসার পৃথক হইয়াছে, তথাচ পর হয় নাই। সেই জন্য তিনি তাহাদিগের সহিত আপনার লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরেশের অবস্থা দিন দিন অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে অল্পমাত্রায় মদ চলিত, এখন দিনের অধিকাংশ সময় প্রায় নেশায় কাটিয়া যায়। মাতালের যে সকল লক্ষণ তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি বাসের জন্য বৈঠকখানার ঘর ও একটি মাত্র চালা ঘর লইয়াছিলেন, সেই বৈঠকখানার এক দিক ঘিরিয়া পরেশচন্দ্র আপনার বসিবার আড্ডা করিয়াছেন। সেই স্থানে সর্ব্বদাই যাত্রারদলের লোকের গতিবিধি হইতেছে। কখন গান কখন বাদ্য কখন বা হাস্যোল্লাসের তরঙ্গ তথায় উঠিতেছে; মদ পর্য্যন্তও সেখানে চলিতেছে। মদের নেশায় কখন কখন অশ্লীলভাবের গান সকলও তথায় গাওয়া হইতেছে; পরেশের ঘরে তাঁহার স্ত্রী ও যুবতী ভগিনী সকলই দেখিতেছে;—সকলই শুনিতেছে। পরেশচন্দ্র একবারে কাণ্ডজ্ঞানরহিত বুদ্ধি বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কখন

কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে সেইখান হইতেই শামাকে ডাকিয়া সেই জিনিস লইয়া থাকেন। শামাকে অগত্যা সেই সকল অসচ্চরিত্র লোকের মধ্যদিয়া যাতায়াত করিতে হয়। তামাক সাজিবার দরকার হইলে পরেশ শামাকেই ডাকেন; কারণ তাঁহার ঘরে কোন ভৃত্য নাই এবং ভৃত্য রাখিবার অবস্থাও নয়। পরেশের স্ত্রী বউ মানুষ ঘরের বাহির হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে যাওয়া একেবারে তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শামাকেই প্রায় তামাক সাজিয়া দিয়া আসিতে হইত। হয়ত তাহারা অশ্লীল কথায় অসৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত, শামাকে তদবস্থাতেই যাওয়া আসা করিতে হয়, সুতরাং তাহার কর্ণে ঐ সকল কথা প্রবেশ করে; তাহাতে তাহার ভারি লজ্জা হয়। অনেক সময় মনে স্থির করে যে, ওস্থানে আর যাইব না, কিন্তু কি করে দাদার কথা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এমন কি যাইতে বিলম্ব হইলে, পরেশ তাহাদের সাক্ষাতে শামাকে ধমক দেয়; শামা তাহাতে আরও সঙ্কুচিত ও অবমানিত হয়। পরেশের এইরূপ কাণ্ডের প্রতি গ্রামের সকলেই চটা; পাড়ার অনেক বিজ্ঞ লোকে পরেশকে নিজের বাড়ী হইতে যাত্রার দল উঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এই বিষয় লইয়া পরেশের সহিত অনেকের গালাগালি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকট একথা উপস্থিত করিলে তিনি বলিয়া থাকেন, আমার বাড়ীতে যা খুসি তাই কর্‌ব; তাহাতে অপরের কি? দিবারাত্র গান বাজনা, হাস্যামোদ করাতে পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ সকলেই পরেশের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কিছু কর্ণপাত না করিয়া সেই ব্যাপারে মত্ত।

সকলের মনের অবস্থা কিছু একরূপ নহে; সকলের দৃষ্টি কিছু সমান নহে। কেহ বা কেবল মনুষ্যের দোষের ভাগ দেখে,

কেহ বা কেবল গুণ দেখে। পরেশ বাড়ীর মধ্যে এইরূপ করাতে কিছুদিন পরে গ্রামের কেহ কেহ কাণাকানি করিতে লাগিল।

অধিকারী রামজয় মুখুজ্যে ;—সে নিজে সচ্চরিত্র লোক নহে; সে কেনই বা দিবারাত্র ঐখানে পড়িয়া থাকে? শামা যুবতী যদিও তাহার বিবাহ হইয়াছে,—তথাচ বিবাহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে কেনই বা ঐ দলের মধ্যে সর্ব্বদা যাওয়া আসা করে, পান, তামাক প্রভৃতি তাহাদিগকে দিয়া আসে। অতএব নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কিছু না কিছু আছে; এইরূপ সন্দেহ অল্পদিনের মধ্যেই সত্যে পরিণত হইল। নিশ্চিন্তপুরের অনেকের ধারণা হইল যে পরেশের ভগ্নী শামা রামজয় মুখুজ্যের সঙ্গে নষ্ট। যখন যেখানে দুইজন লোক বসে, তখন সেইখানেই এই কথার আলোচনা হয়। এইরূপে ঘাটে, মাঠে, চণ্ডিমণ্ডপে ও দোকানে সর্ব্বস্থানে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিতে লাগিল যে, শামার স্বভাব খুব ভাল, কিন্তু পরেশের দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে; কেহ বলিতে লাগিল উহাদের পৃথক হওয়াই যত নষ্টের মূল; যতদিন এক সঙ্গে ছিল, ততদিন ভাল ছিল। পরেশ সেজ বৌএর দুর্ব্বুদ্ধিতে পৃথক হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল যে, পরেশটা কাপুরুষ, সে এসকল ঘটনার কথা জানে, কিন্তু সে অধিকারী ঠাকুরের মনযোগাবার জন্যই এরূপ করিতেছে। এইরূপ নানাজনে এই ঘটনার উপরে নানারূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা সত্যের অনুরোধে পাঠকবর্গকে বলিতেছি যে, রামজয় মুখুজ্যে একজন দুষ্ট অসৎ লোক ইহা সত্য; তাহার মনে যে এই সঙ্কল্প ছিল এবং সে যে এজন্যই মধ্যে মধ্যে পরেশকে পৃথক হইবার পরামর্শ দিত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যতদূর জানি;

তাহাতে শামাকে কখন দুশ্চরিত্রা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। শামার অন্যান্য অনেক দোষ আছে সত্য; কিন্তু চরিত্রের পবিত্রতার প্রতি প্রবল দৃষ্টি শামার বরাবর আছে। শামা রামজয়ের ব্যবহার ও দৃষ্টিতে তাহার দুষ্টাভিসন্ধির কথা অনেক দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু একথা একদিন পরেশকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলে নাই। পরেশ সে কথা শুনিয়া শামাকেই ধমক দিয়াছিলেন। রামজয়ের এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু শামা সে সঙ্কল্পের সহায় হয় নাই। কয়জন লোকে প্রকৃত ঘটনা দেখিয়া বিচার করে? অনেকেই অনুমান ও কল্পনার উপর দিয়া এই সকল বিষয়ের বিচার করিয়া থাকেন। এ স্থলেও তাহাই ঘটিয়াছে; পরেশের দুই একজন বন্ধু দুই একবার তাঁহাকে লোকের এইরূপ ধারণার কথা বলিয়াছিল, কিন্তু পরেশ তাহাতে মনোযোগ দেন নাই। আজ সন্ধ্যাকালে পরেশচন্দ্র যাত্রার আড্ডা হইতে বিলক্ষণরূপে নেশা করিয়া বাড়ী আসিতেছেন; এমন সময়ে পথের মধ্যে তাঁহাকে কতিপয় বন্ধু ধরিয়া বিশেষ তিরস্কারের সহিত এই সকল কথা বলিয়াছে। শামা যে রামজয় মুখুজ্যের সঙ্গে নষ্ট, এ কথা তাহারা পরেশের মনে উজ্জ্বলরূপে বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছে। পরেশ নেশাতে টলমল, বুদ্ধি হিতাহিতজ্ঞান কিছুই নাই। এরূপ অবস্থায় ক্রোধ যেদিকে যায়, সেই দিকেই ভীষণাকার ধারণ করে। সুতরাং শামার প্রতি পরেশের ক্রোধাগ্নি প্রবলরূপে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন যে শামাকে যথাসাধ্য প্রহার করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিব; আর ঢুকিতে দিব না। এই স্থির করিয়া পরেশ গৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং শামা শামা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শামা তখন রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। পরেশ আর বিলম্ব না করিয়া সেই রান্নাঘরে গিয়াই শামার চুল ধরিয়া প্রহার করিতে

লাগিলেন। নেশার মুখে যথেচ্ছা গালাগালি দিয়া ভয়ানকরূপে প্রহার করিতে করিতে টানিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। সেজ বৌ অমনি মুখের কথায় দুই একবার কর কি, কর কি, বলিল মাত্র, তাহার ইচ্ছা যে শামা বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেই ভাল। কারণ পরেশ যে কয়েকটি টাকা আনিয়াছিল, তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে; সংসারে খরচের তত সচ্ছলতা নাই—টানাটানিতে সংসার চলিতেছে, সুতরাং তাহা হইতে একজন লোক বাহির হইয়া গেলে অনেকটা সুবিধা হয়। সেজ বৌ অনেক দিন হইতে শামাকে তাড়াইবার ফিকির অনুসন্ধান করিতেছিল। সুবোধ পাঠিকে! সেজ বৌ কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। যে সেজ বৌএর কুপরামর্শে চালিত হইয়া শামার এত লাঞ্ছনা; সেই সেজ বৌএর শেষে এইভাব! শামা কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রিকালে বাড়ীর বাহির হইল; তাহার অঙ্গে প্রহার বিলক্ষণ লাগিয়াছিল, সুতরাং সে আর চলিতে না পারিয়া খিড়কির ঘাটের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। শামার কান্না পাড়ার অনেকে শুনিতে পাইল; কিন্তু কেহ আসিল না। কারণ অনেকে শামার প্রতি বিরক্ত ছিল এই জন্য যে, সে সেজ বৌএর কুমন্ত্রণার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক; আবার এই ঘটনার পর শামার উপর কাহার কাহার ধারণা যে, সে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক। সুতরাং কেহই তাহার সাহায্যে আসিল না। শামা এখন নিরাশ্রয়া অনাথা; হরিশ্চন্দ্রের বাড়ী হইতে নিজের ইচ্ছায় বিবাদ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে; সুতরাং সেখানেও ঢুকিতে সাহস নাই। সেজ বৌ যে কি ভয়ানক রাক্ষসী প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহা শামা এখন বুঝিতে পারিল, সেজ বৌএর কুটিল পরামর্শে চালিত হইয়া সে যে এতদিন নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিয়াছে, তাহাও ভাল করিয়া বঝিতে পারিল। এবং প্রমদার

সহিত যে এতদিন শত্রুতা করিয়া মহাপাপ করিয়াছে, তাহাও তাহার বিলক্ষণ রূপে জ্ঞান হইল। প্রমদার দয়া ভালবাসা এবং অমায়িকতার কথা মনে করিয়া প্রমদাকে তখন শামার দেবী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার অন্তরে তখন প্রমদার প্রতি পূর্ব্বকৃত আচরণের জন্য ঘোর অনুতাপের উদয় হইল,মনে করিতে লাগিল যে, প্রমদার পায়ে ধরিয়া সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। এদিকে প্রমদা অনেকক্ষণ হইতে শামার রোদন-ধ্বনি শুনিতেছিলেন; তিনি পরেশের কণ্ঠের স্বর ও শামার এইরূপ ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া মনে করিলেন যে ব্যাপারটা কি একবার দেখিয়া আসি। এই ভাবিয়া তিনি শামার নিকট আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন; দেখেন যে, শামা অঞ্চলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতেছে। শামার চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যাপবাদের কথা প্রমদা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে শামার চরিত্রের প্রতি কিছুমাত্র অবিশ্বাস হয় নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে যদিও শামার কলহপ্রিয়তা এবং পরনিন্দা প্রভৃতি অনেক দোষ আছে, তথাচ তাহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি দেখিয়াছিলেন যে পবিত্র-তার প্রতি শামার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে; সুতরাং তিনি সেই লোকা-পবাদকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আমরাও বলিতে পারি শামা চরিত্র সম্বন্ধে অতি নিষ্কলঙ্ক এবং বিশুদ্ধ। শামা প্রমদাকে দেখিবামাত্র তাঁহার পায়ে গিয়া একেবারে জড়াইয়া ধরিল, প্রমদা তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, ছি! একি কর? শামা গলবস্ত্র হইয়া করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মেজ বৌ! তুমি আমায় মাপ কর, আমি তোমার বিরুদ্ধে কত মহাপাপ করেছি, আমার কি আর গতি আছে?" প্রমদা বলিলেন সে সব কথা এখন ভুলে যাও, চল এখন ঘরে চল। এই বলিয়া প্রমদা শামাকে ঘরে লইয়া গেলেন,এবং তাহাকে নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে

তুষ্ট করিতে লাগিলেন। শামার কান্না থামিল, কিন্তু প্রমদার প্রতি পুর্ব্বাচরণের কথা সকল শেলের মত তাহার প্রাণে বিঁধিতে লাগিল। শামা আবার প্রমদার পায়ে জড়াইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ে আজ যথার্থ অনুতাপের আগুণ জ্বলিয়াছে। তাহার জীবনের আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বস্বভাব ধ্বংস হইয়া শামার আজ নবজীবন হইল। প্রমদা শামাকে উঠাইয়া আহার করাইলেন, পূর্ব্বের ন্যায় শামা বড় দাদার পরিবার মধ্যে বাস করিতে লাগিল। পাঠক! বল দেখি শামা ঘোর শত্রু ছিল, কিন্তু আজ সে প্রমদার নিকট এমন বশীভূত হইল কিসে? শামা প্রমদার প্রতি যেরূপ আচরণ করিত, প্রমদাও যদ্যপি তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতেন, তবে কি আজ কখন এরূপ হইতে পারিত? কখনই না। শত্রুর প্রতি শত্রুতা করিলে শত্রু বশীভূত হয় না। কিন্তু প্রেমের দ্বারাই শত্রু বশীভূত হয়, এই মহৎ সত্য আজ তোমরা প্রমদার জীবনে দেখ।

এখন শামা আর অন্য কাহারও পরামর্শে চলে না, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, প্রমদার পরামর্শে যদ্যপি মরিতে হয় মরিব, বাঁচিতে হয় বাঁচিব। সুতরাং সে এখন প্রমদার সৎশিক্ষা এবং সদুপদেশে আপনার জীবন ঢালিয়া দিয়াছে। ছোট বৌএর সহিত শামার সদ্ভাব হইল, তাহার জীবনের নূতন ভাব দেখিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও তাহাকে ভাল দেখিতে লাগিল এখন যেন আর সে শামা নাই। এইরূপে শামা দাদার সংসারে সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। সেই সকল লোকেরা যখন দেখিল যে, মেজ বৌ শামাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শামা বড় দাদার সংসারে গিয়া বাস করিতেছে, তখন তাহার সম্বন্ধে তাহাদের মনে যত কিছু অসদ্ভাব ছিল, সকলই দূর হইয়া গেল। শামাকে এখন সকলেই আদর করিতে ও ভাল বাসিতে লাগিল। প্রমদা আনন্দের সহিত এই সংবাদের কথা হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশকে জানাইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরেশ আবার কিছু দিনের মধ্যে যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গে চলিয়া গেলেন; শামাকে যে তিরস্কার ও প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল, সে জন্য পরেশ ও সেজ বৌ এর মনে কিছুই হইল না। পরেশের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, শামাকে ডাকিয়া আনেন, কিন্তু সেজ বৌএর পরামর্শে তাহা হইতে পারে নাই। পরেশ সে বারে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, পরিমিত রূপে ব্যয় করিলে যদিও তাহাতে কিছু-দিন চলিতে পারিত, কিন্তু নেশাতে অতিরিক্ত খরচ করিয়া পরেশ অল্পদিনের মধ্যে তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর সেজ বৌ একাকী সন্তানটিকে লইয়া গৃহে থাকিত, রাত্রিতে কেবল একজন স্ত্রীলোক তাহার কাছে আসিয়া শুইত। সেজ বৌএর হস্তে যাহা কিছু ছিল, তাহাতে কষ্টে স্রষ্টে এক মাস কাল সংসার চলিল। কিন্তু এখন আর সংসার চলে না; সেজ বৌএর হাতে বিলক্ষণ অর্থের টানাটানি উপস্থিত হইল। তখন সেজ বৌকে সাহায্য করে এমন লোক কেহই নাই; তাহার পিত্রালয়ের অবস্থা ভাল নয়, যে সেখান হইতে কিছু আনিতে পারে। প্রতিবাসিনীদিগের মধ্যে কাহার সহিত সেজ বৌএর সদ্ভাব নাই যে, তাহারা মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিবে। তখন অগত্যা গাত্রের গহনা ও ক্রমে পিতল কাঁসার বাসন সকল বিক্রয় ও বন্দক দিয়া চলিতে লাগিল, তাহাতেই বা আর কতদিন চলিতে পারে। সে সকল ও ক্রমে ফুরাইয়া আসিল, এদিকে সেজ বৌ স্বামীর নিকট টাকার জন্য বার বার পত্র পাঠায়, কিন্তু কোন উত্তর আসে না। পরেশ যাহা কিছু সামান্য পান, তাহা নেশাতে একরূপ উড়াইয়া দেন,—কিছুই জমে না। সুতরাং সেজ বৌএর

সংসার এখন একরূপ অচল হইয়া উঠিল। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে সেজ বৌ সন্তানটিকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে; ঘরে এমন কিছুই নাই যে, রন্ধন করিয়া ছেলেটীকে খাওয়ায় ও নিজে খায়। প্রমদা তাহার সংসারের যে এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহার কিছুই জানিতেন না এবং জানিবার ও উপায় ছিল না; কারণ তিনি গিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেজ বৌ তাঁহার সহিত ভালরূপে কথাই বলিত না। শামাও সেই অবধি সেজ বৌএর নিকট যাইত না যে, সে এই সকল জানিয়া আসিবে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় কে আসিয়া কথায় কথায় প্রমদাকে বলিল যে, আহা! আজ সকাল হইতে সেজ বৌ ছেলেটিকে লইয়া উপবাস করিয়া রহিয়াছে, পরেশটা একবারে মাতাল হয়ে গেল, সে কিছুই পাঠায় না, কিসেই বা চলে? প্রমদা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বলিলেন সে কি! সেজ বৌএর সংসারে কি এরূপ অবস্থা হয়েছে? এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেজ বৌএর নিকট গেলেন, গিয়া দেখেন যে, ঠিক তাই বটে। তখন প্রমদা নিজেদের ঘর হইতে ছোট বৌএর দ্বারা অন্ন আনাইয়া তাহাকে ও ছেলেটিকে খাওয়াইলেন;—এইরূপে সে দিন চলিয়া গেল। প্রমদা গোপনে সেজ বৌএর হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলেন যে এখন ইহাতেই চালাও, পরে আরও দিব। সেজ বৌ সে টাকা গ্রহণ করিল। তাহার একবার মনে হইয়াছিল যে, প্রমদার অন্ন আহার করিব না এবং তাহার প্রদত্ত টাকাও লইব না; কিন্তু অভাবের শক্তি সকল অপেক্ষা প্রবল, সুতরাং সেজ বৌ সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। এইরূপে প্রমদার গুপ্ত সাহায্যে সেজ বৌএর সংসার একরূপ চলিতে লাগিল। প্রমদা যখন অর্থের অভাব দেখেন, তখন অর্থ দেন; যখন বস্ত্রের অভাব দেখেন, তখন বস্ত্র

আনিয়া দেন। পরেশ প্রায় চারিমাস হইল বিদেশে গিয়াছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই পাঠান নাই। প্রমদার এইরূপ ভালবাসা ও অযাচিত ভাবে সাহায্য দেখিয়া সেজ বৌএর মন ক্রমে নরম হইয়া আসিতে লাগিল।

এদিকে প্রমদা মাতার নিকট হইতে যে সহস্র টাকা পাইয়াছিলেন, মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিয়া অবশিষ্টাংশে নানা প্রকার সৎকার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। গোপনে গোপনে কত সময় কত বিপন্ন পরিবারের সাহায্য করিয়াছেন; যে সকল পতিহীনা বিধবা সন্তান সন্ততি লইয়া কষ্ট পাইতেছে; প্রমদা তাহাদের কষ্ট দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কত দীন দুঃখী জন্মান্ধ কুষ্ঠরোগীকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। অনেক নারী টাকা পাইলে সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়; আবার অনেকে হয়ত সেই টাকার সুদের উপর সুদ খাটাইয়া বাড়াইতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রমদার হাতে কখন টাকা জমিত না,—টাকা থাকিলেই তিনি পরের সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রমদা এই যে এত লোককে অর্থ সাহায্য করিতেন, তাহা প্রকাশ্যে নয়;—কিন্তু গোপনে লুক্কায়িত ভাবে,—পাছে লোকে জানিতে পারে। প্রমদাকে এইরূপ সৎকার্য্যে রত দেখিয়া প্রকাশ ইচ্ছানুসারে খরচ করিবার জন্য তাঁহাকে এককালীন তিন সহস্র টাকা দিয়াছেন। ইহসংসারে প্রকাশই একমাত্র প্রমদাকে বুঝিয়াছিলেন;—প্রমদার মহত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র প্রমদার মহত্ত্ব ও সদ্গুণে মোহিত এবং প্রমদাও প্রকাশের সদ্গুণে বশীভূত। এই দুই জনের মধ্যে যেমন মিল যেমন সদ্ভাব;—এমন আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকাশচন্দ্র আজ কাল বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেছেন, অনেক উপার্জ্জনশীল পুরুষ স্ত্রীর অমতে কোন কার্য্য করে না, কিন্তু

প্রকাশ কোন কার্য্যে কখন স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতেন না, মেজ বৌ যাহা বলিতেন তাহাই করিতেন।

যাহাহউক প্রমদা বুঝিয়াছিলেন যে, পরের সাহায্য ও পরের সেবা ভিন্ন এ জগতে মনুষ্যের আর কিছু উচ্চ ধর্ম্ম নাই। দয়াই পরম ধর্ম্ম সেই জন্য তিনি কাহার দুঃখ ক্লেশের কথা একবার শুনিলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কাহারও পীড়ার কথা শুনিলে তাহার নিকটে গিয়া মাতার মত সেবা করিতেন। ইহারই নামত বিধবার ব্রহ্মচর্য্য। প্রমদা সেই তিন সহস্র টাকা পাইয়া গ্রামের যে স্থানে জল কষ্টছিল, সেই স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিলেন এবং পরিশ্রান্ত পথিকগণের কষ্ট দূর করিবার জন্য তাহার তীরে বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিলেন। গ্রামের যে স্থানে ভাল রাস্তার অভাবে লোকের গতিবিধির কষ্ট হইতেছিল, প্রমদা সেই স্থানে ভাল রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি সেই অর্থ দ্বারা দেশের নানা হিতকর কার্য্য করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি শামার হস্তে দুই শত টাকা দিলেন। শামার স্বামী থাকিতেও নাই, সে ভাইএর আশ্রয়ে ভাইএর ঘরে বাস করে; যদিও ভাই সেরূপ নয়, তথাপি কখন কি আপদ বিপদ ঘটে তাহার জন্য শামাকে সেই দুই শত টাকা দান করিলেন। পাঠক! দেখ মেজ বৌএর মহত্ত্ব কতদূর! গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মুখে মেজ বৌএর প্রশংসাবাদ—ধন্যবাদ। সেই সকল দীন দুঃখীরা কেহ অন্ন, কেহ বস্ত্র, কেহ অর্থ সাহায্য পাইয়া প্রাণ ভরিয়া মুক্ত-কণ্ঠে প্রমদাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। নিশ্চিন্তপুরের অনেকে প্রমদাকে 'দেবী' বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, ছোট বৌ ও শামাতে মিলিয়া সংসারের কাজ করিতেছে, প্রমদা ঘরের মধ্যে বসিয়া কি পুস্তক পাঠ করিতেছেন; এমন সময়ে পাল্কি করিয়া কে যেন বৈটকখানার বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল। প্রমদা পাল্কির শব্দ পাইয়া উঠিলেন এবং গিয়া দেখেন যে, পরেশ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। কঠিন রোগে পরেশের শরীর কঙ্কালমাত্র সার হইয়াছে; পূর্ব্বের ন্যায় আর সে শ্রী নাই, দেখিলে চিনিতে পারা যায় না; অত্যন্ত শীর্ণকলেবর পাল্কি হইতে উঠিবার শক্তি নাই। প্রমদা পরেশকে পাল্কি হইতে ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। স্বামীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া সেজ বৌ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরেশের নিকট এমন কিছু অর্থ নাই যে, পাল্কির ভাড়াদিয়া বিদায় করিয়া দেন; সেজ বৌএর নিকটেও কিছু নাই; তখন প্রমদা নিজের বাক্স হইতে টাকা আনিয়া তাহা-দিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। এবং সেজ বৌকে তুলিয়া চুপ করাইলেন। সেজ বৌএর ক্রন্দন শুনিয়া পাড়ার লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার সকলেই পরেশের সেই কঙ্কালাবশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক। প্রমদা শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ব্যায়ারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার জোরে কথা বলিবার শক্তি নাই; ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে বলিলেন যে "আজ পনর দিন যাবৎ কি এক ভয়ানক জ্বর হইয়াছে, কিছুতেই তাহার বিরাম হইতেছে না, তাহার উপর দিনের মধ্যে দুই তিন বার করিয়া রক্ত ভেদ হইতেছে, এ বারে আমার আশা নাই, আমি নিজের দোষেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি;" বলিতে বলিতে পরেশ কাঁদিয়া ফেলিলেন। গ্রামে যে ভাল ডাক্তার ছিল প্রমদা কিছুমাত্র

বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। প্রকাশ কলিকাতায়, হরিশ্চন্দ্র ত্রিবেণীতে গঙ্গাবাস করিতেছেন, বাড়ীতে কেহই নাই। প্রমদা এক একবার ভাবিতে লাগিলেন যে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করান যাউক। কিন্তু এ রাত্রি কালে তিনি কিরূপে এমন পীড়িত ব্যক্তিকে লইয়া কলিকাতা যাইতে পারেন? কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রমদা পাড়ার দুই একজন প্রবীণ লোককে ডাকাইলেন। তাহাদিগকে ডাকাইবার কারণ এই যে, তাহারা ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা স্থির করেন। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরিয়া একমনে রোগ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরেশকে রোগের বিষয় দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার জিহ্বা জড়াইতে লাগিল পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। এবং প্রমদা ও প্রতিবেশীদিগের মধ্যে দুই একজনকে ডাকিয়া বলিলেন যে, বাঁচিবার কোন আশা নাই; এমন ধন্বন্তরি কেহ নাই যে, পরেশকে এ যাত্রা ফিরাইতে পারে। হয়ত আজ রাত্রিতেই কার্য্য শেষ হইবে।

প্রমদা। ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যায়ারামটা কি?

ডাক্তার। অতিরিক্ত মদ্যপানে এই উৎকট পীড়া জন্মিয়াছে, ইহা একরূপ মজ্জাগত সাংঘাতিক জ্বর,—তাহার উপর রক্ত ভেদ। কিছুতেই রক্ষা নাই, হতভাগা নিজের দোষেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

প্রমদা। আপনি যেরূপ দেখিলেন তাহাতে আজ রাত্রিতেই কি নিশ্চয়?

ডাক্তার। খুব সম্ভব, আপনারা যোগাড় করিয়া রাখুন।

প্রমদা। কোনরূপ ঔষধ কি ইহার উপর চলে না ?

ডাক্তার। এ অবস্থায় ঔষধ দেওয়া বৃথা ; তবে মন বোঝা-বার জন্য দিতে পারেন। এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। প্রমদা সেজ বৌকে ইহার কিছু না বলিয়া গোপনে গোপনে সব যোগাড় করিয়া রাখিলেন। এবং প্রতিবেশী কয়েকজনকে ডাকিয়া পরেশের শয্যাপার্শ্বে দীপ জ্বালিয়া সকলে বসিয়া রহি-লেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর মৃত্যু লক্ষণ উপস্থিত হইল, প্রমদা মুখে একটু দুধ ঢালিয়া দিলেন, দুধ মুখে প্রবিষ্ট না হইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে আর বিলম্ব নাই। কিছুক্ষণ পরে পরেশ সেজ বৌ ও আপনার সন্তানটিকে কাছে লইয়া তাহাদের হাত প্রমদার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং অল্পে অল্পে প্রমদার মুখের দিকে একবার চাহিলেন উভয়ের চক্ষু দিয়াই অশ্রু বিগলিত হইল। পরেশ আপনার স্ত্রী পুত্রকে প্রম-দার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে যাত্রা করিলেন। অনতি-বিলম্বেই পরেশের নিশ্বাস বায়ু রোধ হইয়া গেল। হতভাগ্য পরেশ অল্পবয়সে আপনার দোষে প্রাণত্যাগ করিল। অসৎ-সঙ্গে মেশা এবং তন্নিমিত্ত অতিরিক্ত মদ্যপানই পরেশের মৃত্যুর কারণ ; কিন্তু তিনি যদ্যপী সেজ বৌএর কুমন্ত্রণায় চালিত হইয়া পৃথক না হইতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি এই সকল অসৎ-কার্য্যের এত স্বাধীনতা ও সুবিধা পাইতেন না। সুতরাং আমরা তাঁহার মৃত্যুর মধ্যে সেজ বৌএর কুটিলাভিসন্ধিকে পূর্ব্ব হইতেই আংশিক কারণরূপে বিদ্যমান দেখিতেছি।

প্রমদা সকল আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং শীঘ্রই পরেশের মৃতদেহকে সৎকারের নিমিত্ত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সকলেই চীৎকার করিয়া সেই গভীর রাত্রিকালে কাঁদিয়া উঠিল। ক্রমে রাত্রির অবসান হইল ;—অদ্যকার প্রাতঃ-

কাল সেজ বৌএর নিকট নিরাশাসম্বলিত এক ঘন বিষাদের রাজ্য লইয়া উপস্থিত হইল। কে তাহাকে আশ্রয় দান করে, কে তাঁহার সন্তানের ভরণপোষণ করে, তাহার পিতার এরূপ অবস্থা নয় যে সেখানে গিয়া আশ্রয় পায়, সে নিজের দুষ্ট বুদ্ধিতেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—পৃথক হইয়াছে। সেজ বৌএর মনের মধ্যে এই সকল বিষয় তোলাপাড়া হয়, আর সে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। এমন সময়ে প্রমদা আসিয়া সেজ বৌএর হাত ধরিয়া বলিলেন "চল ঘরে চল।" সেজ বৌ উঠিয়া আস্তে আস্তে প্রমদার সঙ্গে চলিল, সেজ বৌ পূর্ব্বের সংসারে ঢুকিল। প্রমদার ভালবাসার গুরুভারের নিকট সেজ বৌএর মস্তক নত হইয়া পড়িল। এক্ষণে সেজ বৌএর মনে স্বামীর শোক চিন্তা অপেক্ষা প্রমদার নিকটেতে অপরাধ চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। প্রমদার বিরুদ্ধে যখন যে কার্য্য করিয়াছে, যে পরামর্শ করিয়াছে, যে মিথ্যা-পবাদ রটনা করিয়াছে, সকলই আজ উজ্জ্বলরূপে মনে উদয় হইতে লাগিল। প্রমদার আশ্চর্য্য সহৃদয়তা দেখিয়া সেজ বৌ অবাক্; এমন প্রেমের স্রোতের নিকট কি কখন শত্রুতা বিদ্বেষ দাঁড়াইতে পারে? বাস্তবিকই প্রেমের দ্বারা শত্রু বশীভূত হয়। সংসারে প্রেমেরই জয়, অপ্রেমের দ্বারা কখন জয়লাভ করা যায় না। সেজ বৌএর মনে গভীর লজ্জা ও ঘৃণার উদয় হইল;—অনুতাপ হইল, জীবনে ধিক্কার বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল হায়! হায়! আমি এতদিন কি করিয়াছি; আমার এপাপের কি আর নিস্তার আছে, মেজ বৌত মানুষ নয়, ও মানুষ আকারে দেবতা! নচেৎ মানুষের মধ্যে কি কখন এতদূর ভালবাসা থাকিতে পারে? তখন সেজ বৌ প্রমদার পা জড়াইয়া ধরিতে যান, প্রমদা বলিলেন ছি ছি ও কি কর? সেজ বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন আমার এ পাপের কি নিস্তার হবে না? শামার ন্যায় সেজ বৌএর

জীবনেরও আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। এখন প্রমদার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তিনি কতদিন হইতে সংসারের বিছিন্ন ভাব দূর করিয়া সকলকে প্রেম-সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আজ তাহা সার্থক হইল, সেজ বৌএর হিংসা বিদ্বেষ কোথায় চলিয়া গেল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে সরলতা, প্রেম, সদ্ভাব, আসিয়া হৃদয়কে পূর্ণ করিল। যাহার সহিত সেজ বৌএর কতদিনের অসদ্ভাব ছিল, আজ হইতে তাহার সহিত সদ্ভাব হইল ; যাহার সঙ্গে বিদ্বেষ ছিল, তাহার সঙ্গে প্রেম ও ভালবাসা হইল। এইরূপে এক আশ্চর্য্য ভালবাসার সূত্রে সেজ বৌএর জীবন সকলের সহিত নিবদ্ধ হইল। সুজন পাঠক! বল দেখি, সেজ বৌএর এই নব-জীবন লাভের মূল কে? প্রমদার উদার ভালবাসা ;—সেই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন প্রেম দ্বারাই অপ্রেমকে জয় করিবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশ পরেশের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সত্বর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় বৌও এই সংবাদে পিত্রালয় হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। অপরিমিত সুরাপানে উৎকট রোগের সঞ্চার এবং তন্নিবন্ধন পরেশের এই অকালমৃত্যুতে সকলেরই হৃদয় গাঢ় দুঃখে অভিভূত হইল। হরিশ্চন্দ্র বিজ্ঞ বহুদর্শী, প্রকাশ বুদ্ধিমান ধীর প্রকৃতি সুতরাং তাঁহারা উভয়ে মনের শোক মনের মধ্যে সম্বরণ করিয়া পরেশের শ্রাদ্ধকার্য্য কোনরূপে সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা এবারে সংসারের মধ্যে একটি সুন্দর ভাব দেখিতে পাইলেন,—সে দলাদলি হিংসা বিদ্বেষ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সকলেই একমনে একপ্রাণে কেমন সদ্ভাবের সহিত সংসার চালাইতেছে। পরিবারের মধ্যে এরূপ সুন্দর শান্তির ভাব দেখিয়াতাঁহাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হইল মন আনন্দিত হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে এ শান্তি ও সদ্ভাবের মূল একমাত্র মেজ বৌ। তাঁহারা প্রমদার চরিত্রের দেবত্বের কথা শুনিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র কয়েক দিন মাত্র থাকিয়া ত্রিবেণীতে চলিয়া গেলেন। বড় বৌএর সহিত সেজ বৌএর অনেক দিন হইতে অপ্রেম চলিতেছিল, বড় বৌকে আসিতে দেখিয়া সেজ বৌ তাঁহার নিকট গিয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা চাহিল, সেজ বৌএর সম্পূর্ণ ভাবান্তর দেখিয়া বড় বৌ প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং মনে করিতে লাগিলেন যে এ কি সেই সেজ বৌ! তাঁহার মন গলিয়া গেল, উভয়ের মধ্যে মিলন হইল সদ্ভাব স্থাপিত হইল। এইরূপে পরিবারের ও প্রতিবাসী সকলের সহিত সেজ বৌএর প্রণয়ের সূত্র নিবদ্ধ হইল। প্রতিবাসিনী বৃদ্ধারা হরিশ্চন্দ্রের সংসারে আবার এই পুনর্মিলনের ভাব দেখিয়া

অবাক্ হইলেন এবং প্রমদাকে শতমুখে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা কখন আশা করেন নাই যে আবার দুই সংসার এক হইবে, তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলনে যে আহা! প্রমদার মধ্যে এমন কি শক্তি আছে যে, সকলকেই একসূত্রে বাঁধিয়া সকলের সহিত মিলন করিয়া দিল। সেজ বৌ ও শামাটা এমন দুষ্ট ছিল, কিন্তু আহা! এখন তাহারা কেমন শান্ত, কেমন বিনয়ী, মুখে কেমন মিষ্ট কথা! প্রকাশচন্দ্র কখন আশা করেন নাই যে আবার সংসারে মিলন স্থাপিত হইবে; তিনি সংসারের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া কত সময় নির্জ্জনে বসিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতেন। কিন্তু তিনি যাহা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই, তাহা এখন কার্য্যে দেখিলেন, আবার যখন দেখিলেন যে পরস্পরের মধ্যে এই আশ্চর্য্য সম্মিলন এবং সদ্ভাব একমাত্র মেজ বৌএর চেষ্টা দ্বারাই হইয়াছে, তখন প্রমদার স্বর্গীয় চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে মনে মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাস্তবিক প্রমদা পূজারই উপযুক্ত।

প্রকাশচন্দ্র কয়েক সপ্তাহ বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রকাশকে কলিকাতা যাইতে উদ্যত দেখিয়া প্রমদা বলিলেন যে, তুমি আমাদের সকলকে একবার কলিকাতায় লইয়া চল; আমরা সকলে কিছুদিন সেখানে একত্রে বাস করিব। প্রকাশ চিন্তা করিয়া এই সংকল্পের উপকারিতা কি তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং প্রমদার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কলিকাতা লইয়া গিয়া কোন্ স্থানে কিরূপ রাখিবেন এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া হরিতারণকে একখানি পত্র লিখিলেন। প্রকাশচন্দ্রের যে কলিকাতায় নিজের বাড়ী ছিল, তাহাই ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য পত্রে লেখা হইল। এদিকে কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল, সংসারের যে সকল কাজ অবশিষ্ট ছিল,

তাহা শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া লওয়া হইল। কলিকাতা যাত্রার সকল আয়োজন ঠিক হইয়াছে ; প্রকাশচন্দ্র সকলকে লইয়া আজ কলিকাতা যাইবেন, এই কথা শুনিয়া প্রতিবাসী সকলেই প্রাতঃকাল হইতে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে। তাহারা সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আহারের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়া ট্রেণে চড়িলেন ; সময়মতে ট্রেণ গিয়া কলিকাতায় পৌঁছিল ; হরিতারণ তাঁহাদিগকে লইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই গাড়ী লইয়া ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং পুঁটিও হরিতারণের সহিত ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিয়া গাড়ীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। পুঁটি বহুদিন পরে বাড়ীর সকলকে একত্রে দেখিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বড় বৌ ও প্রমদা পুঁটির দাড়ি ধরিয়া চুম্বন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী গিয়া প্রকাশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। হরিতারণ পূর্ব্ব হইতেই দাস দাসী ও রন্ধনের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। গাড়ীর দরজা খুলিবামাত্র দাস দাসীরা আসিয়া গৃহিণীদিগকে নমস্কার করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। গোপাল ও মেজ বৌএর পুত্র সুবোধ ইহারা দুই জনে স্কুল হইতে আসিয়া দেখে যে মা, মেজকাকী, সেজকাকী, ছোট পিশী প্রভৃতি সকলে বাড়ী হইতে আসিয়াছে। তাহাদের মনে আর আনন্দ ধরে না ; প্রমদা তাহাদিগকে কাছে ডাকিয়া পিঠে ও মুখে হাতদিয়া কত আদর করিলেন ও খাবার খাইতে দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শামা ছোট বৌ প্রভৃতি সকলে কলিকাতা বেড়াইয়া আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। প্রকাশ তদনুসারে দুই খানি ভাল গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন এবং আহারান্তে হরিতারণ ও দুইজন চাকরকে সঙ্গে দিয়া কলিকাতা দেখাইতে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু প্রমদা গৃহে রহি-

লেন। এইরূপ আমোদ আহ্লাদের সহিত তাহাদিগের কলিকাতায় দিন কাটিতেছে। পাঠক! একবার দেখ হরিশ্চন্দ্রের পরিবারে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রের মৃত্যুর পর কিছুকাল বিবাদ বিসম্বাদ ও অশান্তিতে তাহাদের সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন আবার তাহাতে কেমন জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। চারি বৌএর ভিতরে এখন কেমন একটি সুন্দর সদ্ভাবের সূত্র সঞ্চারিত হইয়া চারিজনকে একপ্রাণ করিয়াছে। শামার সহিত এ চারিজনের কেমন মনের মিল,—যেন পাঁচটিতে একটি। হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কন্যা পুঁটি সৎপাত্রে সমর্পিত হইয়া সে কেমন সুখভোগ করিতেছে; হরিশ্চন্দ্র এতদিন সংসার করিয়া এখন কেমন নির্জ্জনে গঙ্গা তীরে বাস করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র গোপাল স্কুলে ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে, প্রমদার পুত্রও এখন বড় হইয়াছে, সে কেমন শান্তভাবে মনোযোগের সহিত লেখা পড়া করিতেছে, প্রকাশচন্দ্রের আয় এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, সংসারের খরচের পর তাঁহার মাসে মাসে অনেক টাকা সঞ্চিত হইতেছে। কেমন সুখ কেমন সৌভগ্য! সংসারের মধ্যে কেমন শান্ত মধুর প্রণয়ের ভাব। এমন সংসার দেখিলে চক্ষু জুড়ায় মন পরিতৃপ্ত হয়। দুই দণ্ড ইহাদের মধ্যে বসিতে ইচ্ছা করে। এখন বল দেখি এ সকলের মূল কে? প্রমদাই ইহার মূল; প্রমদাই এ সংসারকে শতবিবাদের মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন, বিবাদ বিসম্বাদ অশান্তির মধ্যেও সকলকে প্রাণে প্রাণে একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, প্রমদারই চরিত্রের মধুর ব্যবহার, অমায়িকতা সরলতা এবং উদার ভালবাসায় এ পরিবার সুখী পরিবার হইতে পারিয়াছে। প্রমদার মত নারী যে সংসারে থাকে, তাহা একবার ভাঙ্গিয়া গেলেও পুনরায় গড়ে।

সে যাহা হউক প্রমদার মনে এক সঙ্কল্প বহুদিন হইতে জাগিতে ছিল। গৃহে আজ কেহই নাই, নির্জ্জন গৃহে তিনি প্রকাশকে ডাকিয়া সেই বহুদিনের সঙ্কল্প বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্কল্প এই যে তিনি আর সংসারে থাকিতে চান না, এখন কোন তীর্থস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অনন্যমনে ধর্ম্মসাধন করেন,—এই তাঁহার ইচ্ছা। প্রকাশচন্দ্র কখনই প্রমদার কোন কথায় আপত্তি করেন নাই, কিন্তু তিনি আজ এ কথায় বলিলেন—যে আপনি যাইলে আমাদের সংসার কিরূপে চলিবে?

প্রমদা। সংসার যাহার তিনিই চালাইবেন, মানুষ কেবল উপায় মাত্র, মানুষের দ্বারা কিছুই হয় না। আমি আশা করি যে, সংসারে আর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না; এখন সকলের মধ্যেই সদ্ভাব জন্মিয়াছে, ছোট বৌ, সেজ বৌ প্রভৃতি ইহারা সকলেই সংসারে পরিপক্ক হইয়াছে, আমাকে আর কেন? আমার মন আর সংসারের গোলমালের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করে না, আমার ইচ্ছা যে, আমি এখন কেবল ভগবানের সেবারাধনাতেই জীবন কাটাই। সংসার কেবল বন্ধনের উপায় কি না?

প্রকাশ। তবে আপনি এতদিন কিরূপে সংসার করিলেন?

প্রমদা। আমি এতদিন যে সংসারের কার্য্য করিয়াছি, তাহা নিষ্কামভাবে,—যেখানে কামনা সেই খানেই বন্ধন, আমি এতদিন নিষ্কামভাবে সংসার ধর্ম্ম করিয়াছি সেই জন্য সংসার বন্ধন আমাকে জড়াইতে পারে নাই।

প্রকাশ। তবে ত আপনি এখনও নিষ্কামভাবে সংসারে থাকিয়া কার্য্য করিতে পারেন।

প্রমদা। সত্য বটে, কিন্তু সংসারের কার্য্য অপেক্ষা এখন আমার কেবল পূজারাধনাতেই কালযাপন করিতে ইচ্ছা হয়। অতএব তুমি আর আমাকে বাধা দিও না।

প্রকাশচন্দ্র অগত্যা সম্মত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে গুরুতর চিন্তার উদয় হইল, কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ তীর্থে থাকিতে আপনার ইচ্ছা। প্রমদা বলিলেন কাশীধামেই থাকিতে আমার ইচ্ছা। প্রকাশ বলিলেন যে আমি ইচ্ছা করি যে আপনি কিছু দিনের পর আবার ফিরিয়া আসিবেন, প্রমদা বলিলেন আরত ফিরিবার ইচ্ছা নাই, তবে নারায়ণের ইচ্ছা। এখনত চিরদিনের মত যাইতেছি। প্রকাশ বলিলেন তবে আমি সেখানে আপনার বাসের জন্য একটী বাড়ী নির্ম্মাণের উপায় দেখি, কারণ চিরকাল থাকিতে হইলে নিজের বাড়ী না হইলে অসুবিধা। এই বলিয়া প্রকাশ গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে বৌএরা সহর বেড়াইয়া কোলাহল করিতে করিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে তাহারা সকলে কলিকাতা হইতে নিশ্চিন্তপুরে ফিরিয়া আসিলেন। পুঁটিও এবারে মেজ কাকীকে ছাড়িতে না পারিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া আসিল। প্রকাশের সময় না থাকায় হরিতারণ আসিয়া তাহাদের সকলকে রাখিয়া গেলেন। সংসার পূর্ব্বের ন্যায় সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল। প্রমদা যে আর সংসারে থাকিবেন না; চিরদিনের মত কাশীধামে গিয়া বাস করিবেন একথা গ্রামের সকল স্থানে ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। দিনের মধ্যে প্রায় দশজন করিয়া লোক আসে, প্রমদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। প্রমদা আর সংসারে থাকিবেন না; সেই জন্য কিরূপে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপে লোক জনের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে সন্তান পালন ও তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দিতে হয় এবং কিরূপে ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এই সকল সংসার-তত্ত্বের গূঢ় কথা তিনি একে একে বধূদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বড় বৌ যদিও বয়সে বড়, তথাপি তিনিও প্রমদার উপদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। তাহারা সকলেই প্রমদার উপ-দেশ পাইয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিল এবং সেই ভাবে সংসার নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিল। প্রমদা যখন দেখিলেন যে, তাহারা তাঁহার উপদেশানুসারে চলিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তিনি বাড়ীর ছেলেদিগকে লইয়া বিদ্যাশিক্ষা, সত্যপ্রিয়তা, ভাই ভগিনী পিতা মাতা প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় সকল শিখাইতে লাগিলেন। ছেলেরা প্রমদাকে যথেষ্ট ভালবাসিত ও ভক্তি করিত; তাহারাও প্রমদার উপদেশ জীবনে পালন করিতে লাগিল। এইরূপ কয়েক মাস অতিবাহিত

হইল ; তৎপরে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে আমি না থাকিলেও ইহারা সুন্দররূপে সংসার চালাইতে পারে ; তখন তিনি আর কালবিলম্ব করা উচিত নয় মনে করিয়া প্রকাশকে পত্র লিখিলেন। প্রকাশচন্দ্র ইতিমধ্যে বেনারসে গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট প্রমদার বাসের নিমিত্ত এক মঠ প্রতিষ্টিত করিয়াছেন, এবং ঐ মঠের দ্বারদেশের প্রস্তরফলকে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত করিয়াছেন "শান্তিমঠ।" প্রমদার ইচ্ছানুসারে উহার নিম্নে লিখিত হইয়াছে যে "যে কেহ বিধবা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আসিলে এই মঠে আশ্রয় পাইবেন।" মঠের সম্মুখে পুষ্পোদ্যান, সেই বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যানের মধ্যে "সিদ্ধেশ্বর" নামে এক মহাদেবের মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে, সম্মুখদিয়া পুণ্যসলিলা কাশীতটবাহিনী জাহ্নবী কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থান দেখিতে যেমন নয়নানন্দকর ধর্ম্ম সাধনের পক্ষেও সেইরূপ অনুকূল। প্রমদার অবস্থানের জন্য কাশীধামের গঙ্গাতীরে এই মনোরম বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকাশচন্দ্র প্রমদার পত্র পাইয়া সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিশ্চিন্তপুরে আগমন করিলেন এবং উভয়ের পরামর্শানুসারে স্থির হইল যে, তাঁহারা আগামী সোমবারে বেনারস যাত্রা করিবেন। প্রমদা দুই তিন দিনের মধ্যে নিশ্চিন্তপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন ; এই কথা শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতে লাগিল। দীন দুঃখী অনাথেরা যাহারা প্রমদার সাহায্যে অনেক সময় প্রতিপালিত হইত, তাহারা এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রমদার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রমদা তাহাদের মা বাপ ; তাহারা প্রমদাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে ? প্রমদা যাহার সহিত যেরূপ আলাপ করা উচিত ; তাহার সহিত সুমিষ্ট বাক্যে সেইরূপ আলাপ করিয়া বিদায় দিতেছেন। যাই-

বার কালে কেহ বলিতেছে যে "এবারে গ্রাম অন্ধকার হলো" কেহ বলিতেছে যে "এমন মেয়ে কি আর কখন জন্মায়" কোন, কোন অধিকবয়স্কা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিয়া যাইতেছেন "হায়! হায়! আমরা কি আর মানুষ, সংসারের কীট হয়ে রয়েচি, মেজ বৌইত যথার্থ পরকালের কাজ কল্লে।" নিশ্চিন্তপুরবাসী সকলের কণ্ঠেই আজ একদিকে প্রমদার জন্য বিলাপ, এবং অপর দিকে তাঁহার স্বর্গীয় গুণাবলীর প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। প্রমদা যেন আজ নিশ্চিন্তপুরের লোকের উপাস্য দেবী হইয়াছেন। তাঁহার সহিত এইরূপে একে একে সকলেই সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু সেই সকল দীন দুঃখীরা আজ আর তাঁহার দ্বার ছাড়ে না। অবশেষে তিনি তাহাদিগের নিকট গিয়া নানা রূপে বুঝাইলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। অদ্য আহারের পর প্রমদা যাত্রা করিবেন, হরিশ্চন্দ্র গত রাত্রে প্রমদার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছেন, তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া ধীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন, সংসার কিরূপে চলিবে? আজ প্রাতঃকাল হইতে সকলের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে, পুঁটি, ক্ষেমি, গোলাপ, সুবোধ ইহারা আজ সকাল হইতে প্রমদার অঞ্চল ধরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের ইচ্ছা যে তাঁহাকে ধরিয়া রাখে। সেজ বৌ, ছোট বৌ, শামা প্রভৃতি সকলেরই মুখ আজ বিষাদভারে অবসন্ন। সেজ বৌএর মনে আজ আবার অনুতাপ হইতেছে, সে একদিন প্রমদার প্রতি কত অন্যায়াচরণ করিয়াছে। প্রমদা আজ জন্মের মত বিদায় লইয়া যাইতেছেন, সুতরাং সেই সকল একে একে মনে করিয়া তাহার মন আরও দুঃখিত হইতেছে।

এদিকে যে সকল পদার্থ সঙ্গে লইয়া যাইবেন, তাহা বন্ধন করিয়া ঠিক্ করা হইয়াছে। প্রমদা আহারান্তে সকলের নিকট

বিদায় লইয়া চিরদিনের মত যাত্রা করিলেন, প্রকাশচন্দ্র ও হরিতারণ দুই জনেই তাঁহাকে রাখিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। গ্রামের শত শত লোক গৃহের বাহির হইয়া যত দূর দৃষ্টি যায়, ততদূর প্রমদার প্রতি চাহিয়া রহিল। কত লোক ইষ্টেসন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিল। সূর্য্য যেমন অস্তগমন কালে পশ্চাতে অন্ধকারের ছায়া ফেলিয়া যায়, প্রমদাও সেইরূপ গ্রামবাসী সকলের হৃদয়ে বহুদিনব্যাপী এক বিষাদচ্ছায়া ফেলিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তাঁহারা সকলে চতুর্থ দিনে কাশীধামে গিয়া উপনীত হইলেন, প্রমদা শান্তিমঠের শোভা এবং পবিত্র ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য যে সিদ্ধেশ্বর মহাদেব সংস্থাপিত হইয়াছিল তিনি সেই মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদুপলক্ষে তিনি তথাকার অনেক উদাসীন, আতুর এবং সন্ন্যাসীকে অর্থ বিতরণ করিলেন এবং অনেক ব্রাহ্মণকে আনিয়া ভোজন করাইলেন। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইলে প্রকাশ ও হরিতারণ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট কেবল এক জন প্রবীণবয়স্কা দাসী মাত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল, প্রমদা তাহার হস্তেই খরচ পত্র ও মঠের অন্যান্য কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত রহিলেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার খরচের জন্য মাসে মাসে একশত টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, প্রমদা সে টাকাতে হস্তক্ষেপও করিতেন না, তাহা সেই দাসীর হস্তেই থাকিত ;—সে আবশ্যক মত ব্যয় করিত। শান্তিমঠের ঘোষণানুসারে কিয়দ্দিন মধ্যেই অনেক রুক্ষকেশা বৈধব্যব্রতাবলম্বিনী গৈরিকধারিণী ব্রহ্মচারিণী আসিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রমদা সকলকে সাদরে সেই মঠে স্থান দিলেন, তিনিও এখন নিজে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। প্রমদা দেবী এখন সেই সকল ব্রহ্মচারিণীদিগের সহিত মিলিত হইয়া একমনে সাধন ভজন ও যোগাবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমদা শান্তিমঠের কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিবার জন্য নিজে এক নিয়মপত্র স্থাপন করিলেন। তিনি নিয়ম করিলেন যে, রাত্রি এক প্রহর থাকিতে মঠের সকলকেই উঠিতে হইবে। তদনুসারে সেই সকল ব্রহ্মচারিণীগণ অতি প্রত্যূষে উত্থিত হইয়া

প্রথমে সকলে সমস্বরে বিশ্বেশ্বরের ভজনাগীতি গান করিতেন, তৎপরে সকলে গাথার ন্যায় ভাগীরথির মাহাত্ম্য উচ্চারণ করিতেন। এবং তাহার পর নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রমদা তৎপরে সম্মার্জনী লইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির পরিষ্কার করিতে যাইতেন এবং তথা হইতে আসিয়া পুষ্পোদ্যানে পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতেন। প্রাতঃকাল হইলে ভাগীরথিতে স্নান করিয়া কাশীর দেবালয় সকলে গিয়া এক এক নমস্কার করিতেন, ইহাতে প্রায় বেলা এক প্রহর হইয়া যাইত। তৎপরে তিনি সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া পুজায় বসিতেন, ইহাতে প্রায় বেলা তিনটা বাজিয়া যাইত। তাহার পর উঠিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। অপরাহ্নে শান্তিমঠে অনেক দণ্ডী ও সন্ন্যাসীগণের সমাগম হইত, প্রমদা একমনে তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক ধর্ম্মকথা সাধুমাহাত্ম্য দেবমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেন এবং যথাসাধ্য তাহাদের সেবা করিতে কুন্ঠিত হইতেন না। সন্ধ্যাকালে আবার তিনি সেই সকল ব্রহ্মচারিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের বন্দনা গান করিতেন। তৎপরে নিজের কুটীরের মধ্যে গমন করিয়া প্রথমে কিয়ৎকাল নাম জপ করিতেন এবং তাহা সমাপ্ত হইলে যোগাভ্যাস শিক্ষা করিতেন। এইরূপে শান্তিমঠ ব্রহ্মচারিণীগণের ধর্ম্মভাবে, বিশ্বেশ্বরের বন্দনায়, দেবতাদিগের মাহাত্ম্যগীতে, সৎ-প্রসঙ্গে এবং সন্ন্যাসী সাধুগণের সমাগমে কিয়ৎকালের মধ্যেই পরমপবিত্র স্থান বলিয়া কাশীধামে বিখ্যাত হইয়া উঠিল। প্রমদার আশ্চর্য্য ধর্ম্মানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, দেবভক্তি এবং সাধুসেবা দেখিয়া বারাণসীর লোকেরা তাঁহার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়া সকলে তাঁহাকে দেবী বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। এইরূপে পবিত্রতা, নিষ্ঠা এবং ধর্ম্মভাবের সহিত প্রমদার জীবনের শেষাংশ শান্তিমঠে অতি-বাহিত হইতে লাগিল।

প্রবোধচন্দ্রের মৃত্যুর পর আমরা মেজ বৌএর পাঠকদিগকে অনেক দূরে আনিয়াছি, আর না। শান্তিমঠে প্রমদা দেবীর এই-রূপে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল; অতি সামান্যং রোগে তিনি মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে ঘোষণানুসারে তিনি শান্তিমঠ ব্রহ্মচারিণীগণের নামে উৎসর্গ করিয়া গেলেন। এখন আমরা মেজ বৌএর পাঠকগণের সহিত শান্তিমঠে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিতেছি।

সমাপ্ত।